তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, দাবি ইউক্রেনের প্রাক্তন সেনাপ্রধানের

সারে-জমিন

ছেলের দুটো কিডনি নষ্ট, সাহায্য চেয়ে দুয়ারে দুয়ারে বাবা-মা

রূপসী বাংলা

জেরুজালেম সম্পর্কে ইতালীয় আদালতের রায়

সম্পাদকীয়

গণিত তো আসলেই মজার, শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব

স্টাডি পয়েন্ট

পার্থ টেস্টে ৭৬.৪ ওভারে পড়ল ১৭ উইকেট

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২৩ নভেম্বর, ২০২৪
৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 316 ■ Daily APONZONE ■ 23 November 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

দুই ঈদে এবার মিলবে তিনদিন করে ছুটি

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২৫-এ রাজ্যের সরকারি ছুটির তালিকা প্রকাশ করল। রাজ্য সরকার ২০২৫ সালের যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে সরকারি কর্মীরা মোট ৪৪ টি ছুটি পাবেন। নির্দেশিকা অনুযায়ী, এনআই অ্যাক্টে ২০২৫ সালে ছুটি থাকবে ২৪ দিন । সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের ছুটি থাকবে ২০ দিন । মোট ৪৪ দিন ছুটি থাকবে রাজ্য সরকারি কর্মীদের । এছাড়াও রাজ্য সরকারের তরফে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় ছুটির সম্ভাবনা থাকছে ৪ দিন।

অন্যদিকে, মুসলিমদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ উল ফিতর। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের মুসলিমদের তরফ থেকে ঈদের সময় তিনদিন ছুটি দেওয়ার দাবি তুলে আসছিল। মুসলিমদের বক্তব্য, সওয়াল মাসের চাঁদ ওঠার উপর নির্ভর করে ঈদ উল ফিতর। সেক্ষেত্রে রমজান মাস ২৯ বা ৩০ দিনের হতে পারে। কিন্তু ২০২৫ সালের রমজান মাস ২৯ দিনের হলে ঈদুল ফিতর হওয়ার কথা ৩০ মার্চ। রমজান মাস শেষ হওয়ার পরদিন ঈদ পালিত হয়। চাঁদের অবস্থান অনুযায়ী ২৯ দিন পরেও হয়ে থাকে, আবার ৩০ দিন পরও হয়ে থাকে ঈদ । ঈদ উদযাপনের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ বিভিন্ন জেলায়

Government of West Bengal
Finance (Audit) Department
"NABANNA"
325, Sarat Chatterjee Road
Howrah – 711 102

No. 4712-F(P2) Howrah, the 22nd November, 2024

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by the explanation to Section 25 of the Negotiable Instrument Act, 1881 (XXVI of 1881), read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No.20/25/56-pub(I) dated the 8th June, 1957, the Governor is pleased to declare the days as specified at List I below to be Public Holidays during the year 2025.

2. The Governor is also pleased to notify that the offices under the Government of West Bengal with the exception of the offices of the Registrar of Assurances, Kolkata and Collector of the Stamp Revenue, Kolkata shall be closed on the days as specified at List-II below which are not declared to be public holidays, during the year 2025.

3. Further, the Governor is pleased to declare that the days as specified at List-III may be observed as Sectional Holidays in the year 2025 for the employees of different communities mentioned against the day.

List-I (Public Holidays in 2025 under the N. I. Act)

New Year's Day	:	1st January, Wednesday
Netaji's Birthday	:	23rd January, Thursday
Doljatra	:	14th March, Friday
Eid-Ul-Fitr	:	31st March, Monday
Mahavir Jayanti	:	10th April, Thursday
Birthday of Dr. B. R. Ambedkar	:	14th April, Monday
Bengali New Year's Day(Nababarsha)	:	15th April, Tuesday
Good Friday	:	18th April, Friday
May Day	:	1st May, Thursday
Birthday of Rabindranath Tagore	:	9th May, Friday
Buddha Purnima	:	12th May, Monday
(**) Id-Ud-Zoha (Bakrid)	:	7th June, Saturday
Independence Day	:	15th August, Friday
Janmastami	:	15th August, Friday
Durga Puja, Maha Saptami	:	29th September, Monday
Durga Puja, Maha Astami	:	30th September, Tuesday
Durga Puja, Maha Nabami	:	1st October, Wednesday
Durga Puja, Dasami	:	2nd October, Thursday
Birthday of Gandhiji	:	2nd October, Thursday
Lakshmi Puja	:	6th October, Monday
Kali Puja	:	20th October, Monday
Bhratridwitiya	:	23rd October, Thursday

যাতায়াত করেন । কেউ কলকাতা থেকে সুদূর উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় । আবার উত্তর বঙ্গ থেকেও অনেকে দক্ষিণ বঙ্গের দিকে আসেন । ফলে রাস্তাতেই অনেকটা সময় চলে যায়। তাই মুসলিমদের জোরালো দাবি তিনদিনের ঈদের ছুটি। আর তা হল, ঈদের আগের দিন, ঈদের দিন আর ঈদের পরের দিন। সেদিক দিয়ে দেখলে এই প্রথম রাজ্যের মুসলিমরা ঈদুল ফিতরে একসঙ্গে তিন দিনের ছুটি পাচ্ছে। এনআই অ্যাক্টে ২০২৫ সালে ঈদের ছুটি হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে ৩১ মার্চ সোমবার। তার আগের দিন ৩০ মার্চ রবিবার আর ১ এপ্রিল মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের ছুটি। সব মিলিয়ে তিনদিন ছুটি মিলছে এবারের ঈদুল ফিতরে। এছাড়া ঈদুল আযহা বা বকর ঈদেও মিলছে তিনদিন ছুটি। এনআই অ্যাক্টে ছুটি শনিবার। রাজ্য সরকার ছুটি দিয়েছে ঈদের আগের দিন শুক্রবার। আর রবিবার সরকারি ছুটি। সব মিলিয়ে তিনদিন ছুটি। ছুটি দেওয়া হয়েছে শবেবরাত ও ফাতেয়া দোয়াজ দাহমেও। যদিও রবিবার পড়েছে মুহাররম।

উপনির্বাচনের ভোট গণনা আজ, ২০২৬-এর আগে অ্যাসিড টেস্ট

আপনজন ডেস্ক: শনিবার পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ভোট গণনা। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস উপনির্বাচনে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তবে দুর্নীতি এবং আরজি করের শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় জনরোষের উপর ভরসা রাখছে বিজেপি।

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই উপনির্বাচনটি শেষ বড় অ্যাসিড টেস্ট। আরজি কর হাপাতালের এক পিজিডি চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে।

মৃতের ন্যায়বিচার এবং পদ্ধতিগত সংস্কারের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের নেতৃত্বে চলমান আন্দোলন এমন একটি রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করেছে। যদিও এই বিক্ষোভকে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে বেশি শহরকেন্দ্রিক হিসাবে দেখা হচ্ছে। তার কোনও প্রভাব পড়বে কিনা সেটা দেখার বিষয়।

ছয়টি আসনের মধ্যে মাদারিহাট ও সিতাই উত্তর বঙ্গে এবং বাকি চারটি তালডাংরা, মেদিনীপুর, হাড়োয়া ও নৈহাটি দক্ষিণ বঙ্গে। ২০২১ সালে এর মধ্যে ৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল, আর বিজেপি জিতেছিল একটি আসনে। এই বছরের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিত লোকসভা নির্বাচনের পর ছয়টি আসন খালি হয়েছিল।

উপনির্বাচন প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র

কুণাল ঘোষ বলেন, জনগণের ওপর আমাদের আস্থা আছে। আমরা আশাবাদী বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক উদ্যোগকে মানুষ ভোট দিয়েছেন। আমরা ছয়টির মধ্যে ছয়টিতেই জিতব বলে আশা করছি।

তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতার কথায়, মনে হচ্ছে মাত্র ছ'টি বিধানসভা আসন, কিন্তু উপনির্বাচনের সময়টা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশাবাদী যে আমরা ছয়টি আসনই জিতব। যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আর জি করের প্রতিবাদ ভোটারদের মনে কোনও প্রভাব ফেলেনি। বিক্ষোভও স্তিমিত হয়ে পড়েছে। সেটা মাথায় রেখে আমাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের রোডম্যাপ তৈরি করবেন।

উল্লেখ্য, সোমবার কালীঘাটে নিজের বাড়িতে দলের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলে বড়সড় রদবদলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যা ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হবে।

বিজেপির কাছে ছয়টির মধ্যে তাদের জেতা আসন মাদারিহাট রক্ষা নিয়ে প্রশ্ন। তারা জিতলে তাদের জন্য মুখ রক্ষা হবে। যদিও বিজেপি ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৯৪ টি আসনের মধ্যে ৭৭ টি আসন জিতেছিল। এরপরে অবশ্য বিজেপির বেশ কয়েকজন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় তাদের বিধায়ক সংখ্যা কমে যায়।

বিজেপির এক শীর্ষ নেতার কথায়, আমরা যদি মাদারিহাট ধরে রাখতে পারি তাহলে সেটা আমাদের জন্য দারুণ একটা পারফরম্যান্স হবে। জয় প্রমাণ করবে যে আমাদের বিরুদ্ধে এত প্রতিকূলতার পরেও মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে।

সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট এবার কংগ্রেসের সঙ্গে জোট না করলেও বাম-আইএসএফ জোটের উপর নির্ভর করছে। উপ-নির্বাচনে আসনগুলির মধ্যে পাঁচটি আসনে বামফ্রন্ট প্রার্থী দিয়েছিল (একটিতে সিপিআইএমএল লিবারেশনসহ) এবং একটি আসন আইএসএফকে তারা ছেড়ে দিয়েছিল।

২০২১ সালের পর প্রথমবার কংগ্রেস থেকে পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বামফ্রন্ট এই উপনির্বাচনকে তৃণমূল এবং বিজেপির প্রতি অসন্তোষের মধ্যে তার প্রাসঙ্গিকতা পরীক্ষা করার সুযোগ হিসাবে দেখছে। কংগ্রেসের নতুন রাজ্য সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে ছ'টি কেন্দ্রেই প্রার্থী দিয়েছে কংগ্রেস।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই বছর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস তার আধিপত্য বজায় রাখলেও বিজেপি এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্র মাদারিহাট এবং মেদিনীপুরে যথাক্রমে ৯,০০০ এবং ১১,০০০ ভোটে এগিয়ে ছিল। অন্যদিকে সিতাই (২৯ হাজার), নৈহাটি (১৫ হাজার), তালডাংরা (৮ হাজার) ও হাড়োয়ায় ১ লক্ষ ১০ হাজার ভোটে এগিয়ে তৃণমূল।

উপনির্বাচনের ফলাফল তৃণমূলের জন্য একটি পরীক্ষা হবে, যারা সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনের মধ্যে ২৯ টি আসন জিতে শক্তিশালী ফল করেছে। ভোট গণনাতেই বোঝা যাবে তৃণমূল তাদের শক্ত অবস্থান ধরে রেখেছে নাকি আরজি করের ঘটনায় উজ্জীবিত বিরোধীরা ভোটারদের সমর্থন আদায় করে চাপের মধ্যে রাখতে পেরেছে তৃণমূলকে।

বেলডাঙা কাণ্ডে মমতা নীরব থাকায় প্রশ্ন তুললেন অধীর

আপনজন ডেস্ক: শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা এলাকায় কার্তিক পুজো প্যান্ডেলের অস্থায়ী গেটে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে 'আপত্তিকর' বার্তা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের প্রায় এক সপ্তাহ পর বৃহস্পতিবার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি শান্তি রক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীকে বিবৃতি দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রায় সপ্তাহব্যাপী ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় এলাকায় জনগণের দুর্ভোগের কথাও তুলে ধরেন চৌধুরী। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের অযোগ্যতার সমালোচনা করে অধীর দাবি করেন, তারা বিষয়টিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলেও স্থানীয় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। মুর্শিদাবাদের শক্তিপুরে লোকসভা ভোটের আগে রামনবমী উদযাপনের সময় একই ধরনের সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটেছিল। দুটি ঘটনাই জেলায় মেরুকরণ আনার বৃহত্তর ষড়যন্ত্র। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অন্তত মানুষকে শান্তির বার্তা দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা শুধু তাকে নীরব থাকতে দেখেছি।

উত্তরাখণ্ডে মসজিদ ভাঙার দাবিতে শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায় ৫৫ বছরের পুরনো একটি মসজিদ ভাঙার দাবিতে হিন্দু সংগঠনগুলির চলমান আন্দোলন নৈনিতাল হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। শুক্রবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মনোজ কুমার তিওয়ারি ও বিচারপতি রাকেশ থাপলিয়ালের ডিভিশন বেঞ্চে এই সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত রাজ্য সরকার ও পুলিশের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছে, যাতে এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রিট পিটিশন দায়ের করে 'অল্পসংখ্যক সেবা সমিতি'। তাতে বলা হয়, উত্তরকাশীর ভাটওয়ারি রোডের জামা মসজিদ ১৯৬৯ সালে বেসরকারি ভাবে কেনা জমিতে তৈরি হয়েছিল। ১৯৮৭ সালে, ভাটওয়ারি রোডের জামা মসজিদটি আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। তবে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে, সংযুক্ত সনাতন ধর্ম রক্ষা সংঘ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জিতেন্দ্র সিং চৌহান, স্বামী দর্শন ভারতী, সোনু সিং নেগি, লখপত সিং ভান্ডারি এবং অনুজ ওয়ালিয়া মসজিদটি ভেঙে ফেলার হুমকি দিতে শুরু করে।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

■ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
■ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
■ ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
■ মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
■ ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
■ ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ | মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

সোনারপুরের স্কুলে বোমাতঙ্ক, ঘটনাস্থলে বম্ব স্কোয়ার্ডের দল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: সোনারপুরের স্কুলে বোমাতঙ্ক। শুক্রবার সকালে মেল মারফত জানানো হয়, স্কুলে বোমা রাখা রয়েছে। উড়িয়ে দেওয়া হবে স্কুল।এর পড়েই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের।প্রতিদিনের মতোই শুক্রবার সকালে পড়ুয়ারা স্কুলে পৌঁছায়।ক্লাস শুরু ও হয়। সেই সময় আচমকা স্কুলে একটি মেল আসে।
জানানো হয়,ঐ স্কুল ক্যাম্পাসে বোমা রাখা হয়েছে।আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সবাই।ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় সোনারপুর থানায়। এদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।বম্ব স্কোয়াড স্কুলে পৌঁছায়,উল্লেখ্য,গত কয়েক মাসে একাধিকবার কলকাতা বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। গত এপ্রিলে একসঙ্গে কলকাতার ২০০ টি স্কুল উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির মেল পৌঁছেছিল স্কুল গুলোতে। আর তাঁর পরে এদিন সোনারপুরে এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।

কার্নিভালে জেলার সেরা ক্যানিং

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: শারদীয়া শেষ হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে সুস্থ পরিবেশে শেষ হয়েছে শারদীয়া পুজো কার্নিভালও। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠানে জেলার সেরা ক্যানিং মহকুমা।
ক্যানিং মহকুমা এলাকায় পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠানে এলাকার ১৯ টি পুজো কমিটি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।জেলা তথা রাজ্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়েছে ক্যানিং মহকুমা পুজো কার্নিভাল। শুক্রবার বিকালে ক্যানিং মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে এক অনুষ্ঠানে ক্যানিং মহকুমা এলাকার ১৯ টি পুজো কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল জেলা প্রশাসনের বিশেষ সম্মান ও 'শংসা পত্র। এদিনের এই সম্মান প্রদান উপস্থিত ছিলেন ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক মিঠুন বিশ্বাস,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রামকুমার মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

বাকিবুরকে ফোন জমা রেখে দুবাই যাওয়ার অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘনিষ্ঠ বাকিবুর রহমানকে দুবাই যাওয়ার অনুমতি দিল আদালত। শুক্রবার ইডি 'র বিশেষ আদালত বাকিবুর রহমানকে ১০ দিনের জন্য দুবাই যাওয়ার অনুমতি দেয়।২৫ শে নভেম্বর বাকিবুর রহমান দুবাই যেতে পারবেন। কিন্তু তাকে ফিরে আসতে হবে ৫ ডিসেম্বর। আদালতের শর্ত মেনে দুবাই থেকে ফিরে ছয় ডিসেম্বর জমা দিতে হবে পাসপোর্ট। রেসিডেন্সিয়াল ভিসার পুন:নবীকরণ করতে দুবাই যেতে আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। আদালতের শর্তে এও রয়েছে দুবাই যাওয়ার আগে কেন্দ্রীয় এজেন্সি তথা ইডির তদন্তকারী অফিসারের কাছে তার মোবাইল ফোন রেখে যেতে হবে। এর আগে আদালতে ইডির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় রেশন বন্টন দুর্নীতির কালো টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। ওই কালো টাকা মূলত দুবাইয়ে বিভিন্ন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি । বুধবার বিচার ভবনের বিশেষ সিবিআই আদালতে রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত বকিবুর রহমান জামিনে মুক্তি পেয়ে দুবাইয়ের ব্যবসা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদেশযাত্রার আবেদন করেন। বৃহস্পতিবার সেই আবেদনের শুনানি হয়। ইডি' র আইনজীবীরা এতে আপত্তি জানায়। তাঁরা দাবি করেন,বাকিবুরের দুবাইয়ের সম্পত্তি হস্তান্তর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। হে বিদেশে গিয়ে মামলা সংক্রান্ত নানা তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারে। ইডির আইনজীবীদের স্পষ্ট দাবি বাকিবুর প্রভাবশালী। জেলা প্রজাতে থাকা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এদিকে বাকি ভোটের আইনজীবীদের পাল্টা দাবি, বাকি বোর্ডের প্রেসিডেন্সিয়াল ভিসা রয়েছে সেটা নবীকরণ করতে হবে। বিদেশে না গেলে তা বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া সেখানে তার দুটো সম্পত্তি রয়েছে। শর্ত অনুযায়ী সেই সম্পত্তির দলিল দুবাই সরকারের কাছে পেশ করতে হবে। ইডি আইনজীবীরা আদালতে দাবী করেন দুর্নীতির কালো টাকায় যেসব সম্পত্তি কেনা হয়েছিল সেই টাকা বাংলাদেশ থেকে হাওলা মার ফত দুবাই পৌঁছেছিল। ভীষণ বন্টন দুর্নীতির ঘটনায় অন্যতম মূল চক্রী বাকিবুর। দুপক্ষের বক্তব্য শোনার পর অবশেষে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত ৮ নভেম্বর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছিল।

পুলিশ একাডেমিতে পাসিং আউট প্যারেডে নতুন ৭৭৮ পুলিশ

এম এস ইসলাম ● ব্যারাকপুর

আপনজন: শুক্রবার সকাল ৯.১০ মিনিটে ব্যারাকপুরের মঙ্গল পান্ডে উদ্যানে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ স্টেট পুলিশ একাডেমির মাঠে অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আর্মড ও আন আর্মড ব্রাঞ্চের ক্যাডেট সাব ইন্সপেক্টরদের পাসিং আউট প্যারেড। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহা নির্দেশক (DG & IGP) রাজীব কুমার, IPS। উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্টেট পুলিশ একাডেমির বিদায়ী ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ড. প্রণব কুমার, IPS, যিনি বর্তমানে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে বদলি হয়েছেন। এদিন আরও উপস্থিত ছিলেন এসটিএফ প্রধান বিনিত গোয়েল, IPS; দময়ন্তী সেন, IPS; জ্ঞানবন্ত সিং, IPS; নিরজ কুমার সিং, IPS এবং নবনিযুক্ত একাডেমির IG মুরলি ধর, IPS। এছাড়া ব্যারাকপুরের নগরপাল অলোক রাজোরিয়া, IPS-সহ আরও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পাসিং আউট প্যারেডে অংশ নেন আর্মড ব্রাঞ্চের ২০২৩-২৪ সালের ৩৯ নম্বর ব্যাচের ১৪৪ জন ক্যাডেট সাব ইন্সপেক্টর এবং আন আর্মড ব্রাঞ্চের ২০২৩-২৪ সালের ৬৯ নম্বর ব্যাচের ৫৫৪ জন সাব ইন্সপেক্টর ও ৮০ জন মহিলা সাব ইন্সপেক্টর। মোট ৭৭৮ জন নতুন ক্যাডেট সাব ইন্সপেক্টর আগামী দিনে পুলিশের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করবেন। প্রধান অতিথি DG রাজীব কুমার, IPS, প্যারেডের অভিবাদন গ্রহণ করেন। হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান ড্রিল ইন্সট্রাক্টর (CDI), এত বড় SI ব্যাচের পাসিং আউট আগে কখনও দেখেননি বলে জানান। বিদায়ী IG ড. প্রণব কুমার তার বক্তব্যে ক্যাডেটদের প্রশংসা করেন।

ওয়াকফ নিয়ে জমিয়তের প্রস্তুতি সভা

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধী কলকাতার সমাবেশ সফল করতে। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ডাকে প্রকাশ্য প্রস্তুতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত কাশিপুর মোড়ে।
এদিনের প্রকাশ্যে সমাবেশ থেকে বলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার সাধারণ সম্পাদক জমিয়ত উলামা হিন্দের হজরত মাওঃ মুফতি আমিনুদ্দিন সাহেব। আগামী ২৮ শে নভেম্বর কলকাতা চলো ডাক দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জমিয়ত উলামা হিন্দ। সেই সমাবেশে। তাতে আমাদেরকে সকলের সমাবেশে যোগ দিতে হবে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে থেকে ও আওয়াজ তুলতে হবে। এটা আমাদের বাঁচার লড়াই।মসজিদ-মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ, খানকাহকে বাঁচাতে হবে। এটা আমাদের ঈমানী লড়াই। কেন্দ্র সরকার মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করার যে প্রয়াস চালাচ্ছে। একের পর এক যেভাবে একটা দেশকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এদিনে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক জেলা জমিয়ত উলামা হিন্দ দক্ষিণ ২৪ পরগনা হজরত মাওঃ মুফতি আমিনুদ্দিন সাহেব, সাধারণ সম্পাদক চালতা বেড়িয়া ব্লক জমিয়ত উলামার মুফতি আতিকুর রহমান,সহ সম্পাদক চালতা বেরিয়া ব্লক জমিয়ত উলামা হিন্দ মুফতি আব্দুর রহমান,সভাপতি চালতা বেড়িয়া ব্লক জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ মাওলানা শহীদুল্লাহ সাহেব, হাফেজ মাওলানা লিয়াকত সাহেব, মাওলানা হাবিবুর রহমান কশেমি সাহেব, হাফেজ আবু জাফার সাহেব সহ প্রমূখ।

বাঁকুড়ার তালডাংরা উপনির্বাচনে ভোটারদের মত জানা যাবে আজ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: আজ রাজ্যের ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের গণনা। ওই ছয় কেন্দ্রের মধ্যেই রয়েছে তালডাংরা বিধানসভা। উপনির্বাচনের গণনা শুরু হবে সকাল থেকে। তালডাংরা বিধানসভার উপনির্বাচনের গণনা হবে সিমলাপালের মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়। ভোট গ্রহণের পরের দিন থেকেই কড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে সমস্ত ইভিএম, ভিভি প্যাড মেশিন। আজ শুক্রবার সকাল থেকেই গণনা কেন্দ্র সিমলাপাল মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রশাসনের আধিকারিকদের তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। পাশাপাশি গণনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গণনা কেন্দ্রে।
২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী এই বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিল। বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী সাংসদ হয়ে যাওয়ায় এই বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গত ১৩ ই নভেম্বর এলাকার ভোটাররা তাদের মত দান করেছেন। উপনির্বাচনে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম, কংগ্রেস ও একজন নির্দল প্রার্থী সহ মোট পাঁচজন এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তবে সব দলই গণনার ফলাফলের আগে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। প্রতিটি দলের পক্ষ থেকেই গণণার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।
সিপিএমের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, মূলত ২৬ এর বিধানসভা ভোটকে লক্ষ্য রেখেই উপনির্বাচনে ভোটে লড়া। তবে আরজি কর ইস্যুতে তৃণমূল অনেকটাই ব্যাকফুটে বলে দাবি সিপিএম নেতৃত্বের। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ঘটনার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট কমবে বলে সিপিএম আশাবাদী। প্রধান বিরোধীদল বিজেপির দাবি, তালডাংরা বিধানসভার নির্বাচনে জয় একেবারে নিশ্চিত। কারণ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মানুষ ইভিএমে জবাব দিয়েছেন বলে বিজেপির দাবি। তবে তৃণমূলের গলায় একেবারে উল্টো সুর। তৃণমূল জয়ের ব্যাপারে ভাবছে না, জয়ের ব্যবধান কতটা বেশি হবে সে নিয়েই ভাবনা। তৃণমূলের দাবি পশ্চিম বাংলার মাটি বিজেপির কাছে দুর্জয় ঘাঁটি হয়েই রয়ে যাবে। পাশাপাশি সিপিএমের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না বলে তৃণমূল দাবি করে। এখন দেখার বিষয় তালডাংরা বিধানসভার উপ নির্বাচনে শেষ হাসিকে হাসেন।

ছেলের দুটো কিডনিই নষ্ট, সাহায্যের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন বাবা-মা

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: একমাত্র ছেলের দুটো কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য কিডনি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন। কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দরকার। অত পরিমাণ অর্থ আসবে কোথা থেকে? সেই চিন্তায় প্রতিনিয়ত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে হরিশ্চন্দ্রপুরের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যানন্দপুর গ্রামের এক হত দরিদ্র পরিবারকে। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে ছেলের কিডনি নষ্ট হওয়ায় অর্থের অভাবে থমকে রয়েছে চিকিৎসা। ক্রমেই ভেঙে পড়ছে শরীর। ছেলেকে বাঁচাতে সাহায্যের জন্য কাতর আর্তি বাবা মায়ের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বিদ্যানন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা নাজেরুল ইসলামের একমাত্র ছেলে আশরাফ আলির (২৫) দুটো কিডনি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এক বছর থেকে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। একাই হাঁটতে পারেন না। এক চিলতে ছোট্ট ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। ছেলের চিকিৎসার জন্য বাবা মা দুয়ারে দুয়ারে অর্থ সাহায্য চেয়ে বেড়াচ্ছে। রাজ্য সরকারের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন পরিবার। বাবা নাজেরুল ইসলাম দিনমজুর। তিন বছর আগে তার পা ভেঙে গিয়েছে। ছেলে ছিল পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। জয়পুরে সেলাইয়ের কারখানায় কাজ করত।
তিন বছর আগে বিয়ে করে সংসারজীবন শুরু করেছিল আশরাফ। বিয়ের পর খুব সুন্দরভাবেই জীবন অতিবাহিত করছিল। হঠাৎ একদিন চোখের সমস্যা হয়। এরপর প্রচন্ড শরীর খারাপের পর জানা যায় আশরাফের দুটি কিডনি প্রায় নষ্টের মুখে। বাবা নাজেরুল বলেন,আমার ছেলের দুটো কিডনি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ছেলের চিকিৎসার জন্য শেষ সম্বল পাঁচ কাঠা জমি বিক্রি করে দিয়েছি। লোন নিয়ে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর ও কাটিহার চিকিৎসা করিয়েছি। ইতিমধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ আমার পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। এলাকার মানুষ অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে। এখন সরকারের কাছ থেকে কিছু সাহায্য পেলে ছেলেটাকে বাঁচানো সম্ভব।

মাদ্রাসায় পাগড়ি প্রদান উপলক্ষে রক্তদান শিবিরে রক্তদান হিন্দুদেরও

এম মেহেদী সানি ● গোপালনগর

আপনজন:উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোপালনগর থানা এলাকার শেরপুর গ্রামে ২০২১ সালে গড়ে তোলা হয়েছিল মাদ্রাসা শেরপুর জামিয়া কাসিমুল উলুমের। সেখানে প্রতি বছর বার্ষিক অনুষ্ঠানে ধর্মীয় আলোচনা সভা, পাগড়ী প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয় যার মধ্যে রক্তদান শিবির অন্যতম। আর এই বার্ষিক অনুষ্ঠানকে ঘিরে প্রতিবছর কোনো না কোনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি হয়। শেরপুর জামিয়া কাসিমুল উলুমের সম্পাদক মুফতি নূরুল্লাহ তাহির কাসেমী জানান এ বছর রক্তদান শিবিরে প্রায় ৭০ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন, যার মধ্যে প্রায় ২০ জন অমুসলিম। মাদ্রাসার রক্তদান শিবিরে এভাবে অমুসলিমদের অংশগ্রহণকে সাধুবাদ জানিয়ে প্রশংসা করেছেন অনেকেই।
দু'দিন ধরে চলা ওই কর্মসূচির শেষ দিনে দোয়ার অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার আলেমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য রাখনে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এক হয়ে যান হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্নভাবে দানও করে থাকেন তাঁরা। মাদ্রাসার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাসাটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সহযোগিতা সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি করেছিল। মাদ্রাসা সমস্ত কর্মকাণ্ডে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, প্রশাসনিক আধিকারিকাও উপস্থিত থেকে অসহায় দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে উৎসাহিত করতে প্রেরণা জোগান বলে জানা যায়। মাদ্রাসার সম্পাদক মুফতি নূরুল্লাহ তাহির কাসেমী বলেন এই মাদ্রাসায় যেমন ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন করানো হয় তেমনি আধুনিক শিক্ষারও পাঠ দেওয়া হয়, কম্পিউটার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মাদ্রাসার বার্ষিক দুদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোপালনগর থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারী অসীম পাল, বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলী মণ্ডল, বিশিষ্ট সাংবাদিক আব্দুল হাকিম, স্থানীয় প্রধান সৌমেন সুতার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ইমরান হোসেন প্রমুখ। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা এলাকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংহতি দৃঢ় করতে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরণের পথ দেখাতে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন। জাফর আলী মণ্ডল বলেন, মাদ্রাসার ক্লাস রুম এবং কম্পিউটার রুমের জন্য দু'দফায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে । মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবার মাদ্রাসায় যাওয়ার রাস্তা নির্মাণ এবং একটি বিশুদ্ধ পানীয় জল সজল ধারা প্রকল্প চালুর দাবি জানিয়েছেন। এগুলোও দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।

মালদার নানা এলাকায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিনিধি দল

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: বেশ কয়েকদিন ধরে চলছে পরিদর্শন জেলার বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিনিধির দল। শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ ইংরেজ বাজার পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের জোড়া টাংকি এলাকায় পৌর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিনিধির ছয়জনের দল। এই পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, কাউন্সিলর ইন হেলথ ইনচার্জ সন্ধ্যা দাস, কাকলি কর্মকার, স্থানীয় কাউন্সিলর ছবি দাস,মালদা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুড়ি, ডা. অসীমা ভটনাগর সহ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিনিধির অন্যান্য সদস্যরা।
গ্রামীণ এবং শহর এলাকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন তারা। সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রক্তর নমুনা সংগ্রহ সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, ঠিকভাবে পরীক্ষা হচ্ছে কিনা, ওপিডি আউটডোর সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিনিধির দল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

খরিকাবাদে ৩ জনের নামে হুলিয়া জারি

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: চলতি বছরের ২২ শে মে লোকপুর থানার খরিকাবাদ গ্রামে জমি জায়গা সংক্রান্ত বিবাদে জড়িয়ে পড়ে দুই প্রতিবেশী শেখ জান আলি বনাম মীর মালেক দের লোকজন। মারামারির ফলে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । পরবর্তীতে লোকপুর থানায় পরস্পরের গ্রুপের ব্যাক্তিদের নামে অভিযোগ দায়ের হয়। একপক্ষ জামিন নিলেও অপরপক্ষ এতদিন নাপাত্তা তথা আদালতে হাজির না হওয়ায় দুবরাজপুর আদালত ১৩ জনের নামে হুলিয়া জারি করে। লোকপুর থানার পক্ষ থেকে সেই সমস্ত নোটিশ পলাতকদের বাড়ি, নাকড়াকান্দা গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় বাসযাত্রী প্রতিক্ষালয় সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পোস্টার সাঁটানো হয়। হুলিয়া জারি করা নামের মধ্যে খরিকাবাদ সংসদের সদস্যা তথা নাকড়াকোন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার নাম ও রয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়।

নিরীহ মানুষকে পুলিশি গ্রেফতারের অভিযোগে শাসন থানায় ডেপুটেশন

রফিকুল হাসান ● শাসন

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শাসনের খড়িবাড়ির ঘটনায় পুলিশ নিরীহ যুবকদের ও সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শুক্রবার সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল শাসন থানায় ডেপুটেশন জমা করে। সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল এদিন শাসন থানার আইসি মুহাম্মদ ফিরোজ আলীর হাতে একটি ডেপুটেশন পত্র তুলে দেন।
এ ব্যাপারে সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, এই ঘটনায় যারা জড়িত তাদেরকে পুলিশ চিহ্নিত না করে সাধারণ নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করছে। অনেকের বাড়িতে গিয়ে অভিযুক্তকে না পেয়ে তার বাবাকেও তুলে নিয়ে আসছে। অনেকে এই ঘটনায় জড়িত না পুলিশ তাদেরকেও গ্রেফতার করেছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সহ সম্পাদক নাজমুল আরেফিন, রাজ্য সহ সভাপতি মাহমুদুল হাসান, বাবর হোসেন, ডা. মনিরুল ইসলাম, ইমাম নেতা মাওলানা বাহাউদ্দিন, গফুর আলি সহ অন্যান্যরা।
শাসন থানার আইসি মুহাম্মদ ফিরোজ আলি বলেন, যারা এই ঘটনায় প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ও ক্যামেরায় যাদের দেখা যাচ্ছে। পুলিশ তাঁদের বাড়ি যাচ্ছে। ডেপুটেশনে তাঁদের বক্তব্য ছিল মূল ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি। কিন্তু এই ঘটনার মূল আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর সক্রিয় বীরভূম প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নলহাটি

আপনজন: বৃস্পতিবার বিকেলে নবান্ন সভাগৃহ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবৈধ লোহা, বালি, কয়লা সিন্ডিকেটের কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আদেশ দেন রাজ্যের শীর্ষ পুলিশকর্তাদের। সেই মতো গোটা বীরভূমের নলহাটি শহরে পাথরের গোলায় হানা দিল বীরভূম জেলা প্রশাসন।
নলহাটি প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে নলহাটি পাথর শিল্পাঞ্চল এলাকার রাস্তার ধারে যেসব অবৈধ পাথর মজুদ করে গোলা ব্যবসা রমরমিয়ে চালছিলো। সেগুলি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বন্ধ করার একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। একই সঙ্গে ট্রাক্টরের ট্রলির জন্য লোহার সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় সেসব ওয়েল্ডিং কারখানায় অভিযান চালানো হয়। এই বিশেষ অভিযানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট মহাকুমা আধিকারিক, রামপুরহাট মহাকুমা ভূমি আধিকারিক, রামপুরহাট মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ নলহাটি বিডিও, বিএলআরও সহ নলহাটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

প্রথম নজর

শরীরের সঙ্গে পোকামাকড় বেঁধে পাচারের চেষ্টা, আটক ১

আপনজন ডেস্ক: পাচারের উদ্দেশ্যে ৩২০টি টারান্টুলা মাকড়সা, ১১০টি বিছা ও ৯টি বুলেট শরীরে বেঁধে পিঁপড়া পেরুর লিমার জর্জ চাভেজ বিমানবন্দরে হাজির হন এক কোরিয়ান। তবে ২৮ বছর বয়সী ওই কোরিয়ান ইমিগ্রেশনে পার হওয়ার সময় ধরা পড়েন। গত ৮ নভেম্বর পেরুর লিমায় এ ঘটনা ঘটে।

পেরুর জাতীয় বন ও বন্য প্রাণী পরিষেবার (এসইআরএফওআর) নভেম্বরে প্রকাশিত একটি বিবৃতি অনুসারে, ওই কোরিয়ান নাগরিকের পেট অস্বাভাবিকভাবে ফুলে ছিল। তা দেখে সন্দেহ হয় কর্মকর্তাদের। তল্লাশি শুরুর পর দেখা যায়, জিপলক ব্যাগে মোড়ানো এসব পোকামাকড় তার পেটের সঙ্গে শক্ত আঠালো টেপ দিয়ে আটকিয়ে দেওয়া হয়েছে। পোকামাকড়গুলো তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় পাচার করার চেষ্টা করছিলেন। সিএনএন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুলিশ ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে। তিনি ফ্রান্স হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় যাচ্ছিলেন। পেরুর পরিবেশগত অপরাধ প্রসিকিউটর এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, পোকামাকড়গুলো পেরুর আমাজনের মাদ্রে ডি ডিওস অঞ্চল থেকে নেওয়া হয়েছে। পোকামাকড়গুলো বর্তমানে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এসইআরএফওআর-এর একজন বন্য প্রাণী বিশেষজ্ঞ ওয়াল্টার সিলভা বিবৃতিতে ব্যাখ্যা করেছেন, টারান্টুলাগুলো বিপন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। সিলভা বলেন, 'এসব প্রাণী অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এটি কোটি কোটি ডলারের বন্য প্রাণী পাচারের অংশ।' পেরুই একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার দেশ নয়, যা বন্য প্রাণী পাচারের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে কলম্বিয়ার কর্তৃপক্ষ বোগোটার এল ডোরাডো বিমানবন্দরে একটি স্যুটকেসে লুকানো অন্তত ২৩২টি ট্যারান্টুলা, ৬৭টি তেলাপোকা, নয়টি মাকড়সার ডিম এবং তার সাতটি বাচ্চাসহ একটি বিচ্ছু জব্দ করেছিল। এবং সেই বছরের সেপ্টেম্বরে কলম্বিয়ার কর্মকর্তারা হংকংয়ে পাচারের জন্য প্রায় তিন হাজার ৫০০ হাঙ্গরের পাখনার একটি চালান বাজেয়াপ্ত করেছিল।

ইমরান খানের স্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

আপনজন ডেস্ক: আল-কাদির ট্রাস্ট মামলার একাধিক শুনানিতে অনুপস্থিত থাকায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন দেশটির একটি দুর্নীতি দমনবিষয়ক আদালত। শুক্রবার (২২ নভেম্বর) ট্রায়াল কোর্টের বিচারক নাসির জাভেদ রানা এই পরোয়ানা জারি করেন। তিনি বলেছেন, বুশরা বিবি আল-কাদির ট্রাস্ট মামলার অন্তত আটটি শুনানিতে অনুপস্থিত ছিলেন। বিচারক জাভেদ রানা বুশরা বিবিকে গ্রেফতারের একটি আদেশনামাও পুলিশের কাছে পাঠিয়েছেন। তাকে ২৬ নভেম্বরের (আগামী মঙ্গলবার) মধ্যে আদালতে উপস্থিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে বুশরা বিবির জামিনের জামিনদারের বিরুদ্ধেও একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন আদালত। তোশাখানা মামলায় গ্রেফতার হয়ে প্রায় ৯ মাস রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী ছিলেন বুশরা বিবি। গত মাসে তিনি এ মামলা থেকে জামিন পান। এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার একটি ভিডিও বার্তায় বুশরা বিবি দাবি করেন, ২০২২ সালে ইমরান খান সরকারের

পতনের পেছনে সৌদি আরবের ভূমিকা ছিল। এটা নিয়ে দেশটি গুরুতর বিতর্ক চলছে। একই বার্তায় তিনি ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) সমর্থকদের ইসলামাবাদে আগামী রোববার ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। আজ ট্রায়াল কোর্টের শুনানিতে পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা কারাবন্দী ইমরান খানকেও উপস্থিত করা হয়েছিল। শুনানিতে আসামিপক্ষের এক আইনজীবী বুশরা বিবির অসুস্থতার কথা উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি বাতিলের অনুরোধ করেন। বুশরা বিবির অসুস্থতার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশোয়ারের লেডি রিডিং হসপিটালের অসুস্থতা-বিষয়ক কাগজপত্রও দেখান তিনি। কিন্তু দেশটির জাতীয় দায়বদ্ধতা ব্যুরোর (এনএবি) কর্মকর্তারা তা নিয়ে আপত্তি করেন।

বিশাল স্বর্ণখনির সন্ধান পেল চিন

আপনজন ডেস্ক: বিশাল এক স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়েছে চীন। দেশটির হুনানের পিংয়াং জেলার ওয়াকু গ্রামে সন্ধান মিলেছে এ খনির। খবর সিনহুয়ার।

বৃহস্পতিবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় হুনান প্রদেশে প্রায় ৮ হাজার ৩০০ কোটি ডলার বাজারমূল্যের সোনা মজুত রয়েছে এমন একটি খনি পাওয়া গেছে।

চীনের ভূতাত্ত্বিক ব্যুরোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন এ স্বর্ণখনির ২ হাজার মিটার গভীরতার মধ্যে ৪০টিরও বেশি গোল্ড ওর ভেইনস বা স্বর্ণের আকরিক ধমণীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

স্বর্ণের খনিতে অনেক সময় পাথরের গা চিরে জমাট স্বর্ণের ধারা পরিলক্ষিত হয়ে, যা অনেকটা ধমণীর মতো। স্বর্ণের আকরিকসমৃদ্ধ গরম তরল বা লাভা পৃথিবীর ভূত্বকের ফাটল দিয়ে প্রবাহিত হলে গঠিত হয় স্বর্ণের আকরিক ধমণী।

চীনের ভূতত্ত্ববিদ এবং খনি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নতুন এ খনিটির ৩ হাজার মিটার গভীরতার মধ্যে মজুত রয়েছে উচ্চ মানের ১ হাজার টনেরও বেশি স্বর্ণ।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এরই মধ্যে খনিটি থেকে শুরু হয়েছে স্বর্ণ উত্তোলন। খনিটির আবিষ্কারক দলের অন্যতম সদস্য চেন রুলিন বলেন, খনিটির যে কোনো পাথর ভাঙা মাত্র সেটির ভেতরে আমরা স্বর্ণের ধমণী দেখতে পাচ্ছি। প্রতি টন আকরিকে গড়ে ১৩৮ গ্রাম বিশুদ্ধ স্বর্ণ মিলছে। এ পরিমাণ নেহায়েৎ মন্দ নয়।

আবিষ্কারক দলের উপ-প্রধান লিউ ইয়োনচুন জানিয়েছেন, স্বর্ণ আহরণের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন তারা।

নেতানিয়াহু কি গ্রেফতার হবেন?

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজায় মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধ করার অভিযোগে দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)। এছাড়া একই অপরাধে দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গালান্টের বিরুদ্ধেও পরোয়ানা জারি করেছে হেগের এই আদালত।

বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) এই গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। গাজায় আগ্রাসন চলার মধ্যে এই প্রথম আন্তর্জাতিক আদালত নেতানিয়াহু বা কোনো ইসরায়েলি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করলেন। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছাড়াও হামাসের সামরিক কমান্ডার মোহাম্মদ দেইফের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। যদিও গত জুলাইয়ে তাদের এক বিমান হামলায় দেইফের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছিল ইসরায়েল। তবে হামাস আজও এই তথ্য নিশ্চিত করেনি।

আইসিসি বলছে, 'ক্ষুধাকে ব্যবহার করে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের জন্য এই দুইজনকে দায়ী করার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে।'

'দুইজনের প্রত্যেকের অন্যদের সাথে মিলে যৌথভাবে সহ-অপরাধী হিসেবে নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য ফৌজদারি দায়বদ্ধতা রয়েছে: যুদ্ধের পদ্ধতি হিসেবে ক্ষুধার ব্যবহার এবং হত্যা, নিপীড়ন এবং অন্যান্য অমানবিক কাজের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন।'

নেতানিয়াহু কি গ্রেফতার হবেন?

নেতানিয়াহু, গ্যালান্ট এবং দেইফের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে। নেদারল্যান্ডের হেগে অবস্থিত এই আন্তর্জাতিক

আদালতের উদ্দেশ্য ছিল, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের মতো নৃশংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জবাবদিহির আওতায় আনা। তবে এটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) থেকে আলাদা। আইসিসির নিজস্ব কোনো পুলিশ বাহিনী নেই। ফলে জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করার জন্য তারা তাদের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর উপর নির্ভর করে।

এই আদালত প্রতিষ্ঠার জন্য মোট ১২৪টি দেশ 'রোম স্ট্যাটিউট' নামে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

এর মধ্যে ৩৩টি আফ্রিকান, ১৯টি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয়, ১৯টি পূর্ব-ইউরোপীয়, ২৮টি ল্যাটিন আমেরিকান এবং ক্যারিবীয় এবং ২৫টি পশ্চিম ইউরোপীয় ও অন্যান্য রাষ্ট্র রয়েছে। তবে এটিকে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দেয়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন এবং ইসরায়েল। ইসরায়েল আইসিসির সদস্য দেশ না হওয়ায় এর ওপর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই বলে দাবি করে দেশটি।

তবে বৃহস্পতিবার গ্রেফতারি পরোয়ানা ঘোষণা করার সময় আইসিসি জানায় যে এর সদস্য রাষ্ট্র 'ফিলিস্তিনের আঞ্চলিক বিচারিক এখতিয়ারের ভিত্তিতে' ইসরায়েলের ওপর বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। যদিও কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আইসিসি সাধারণত অনুপস্থিত আসামিদের বিচার করে না। যার অর্থ দাঁড়ায়, সম্ভবত নেতানিয়াহু এবং গ্যালান্ট আইসিসির কোনো সদস্য রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা বা গ্রেফতার না হওয়া কিংবা দু'জনকে হেগে না আনা পর্যন্ত তাদের বিচারের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা নেই। ফলে পরোয়ানা জারি হলেও নেতানিয়াহু কিংবা গ্যালান্টকে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতারের মুখোমুখি হতে হবে না। তবে এরপর থেকে তাদের জন্য যেকোনো দেশে ভ্রমণ করা জটিল হবে, একইসঙ্গে এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ইসরায়েলকে আরও বিচ্ছিন্ন করার হুমকি তৈরি হলো।

আগের গ্রেফতারি পরোয়ানাগুলো কীভাবে কার্যকর হয়েছে?

আইসিসির সদস্যভুক্ত দেশগুলো যে সবসময়ই গ্রেফতারি পরোয়ানার বিষয়টি কার্যকর করে, তেমনও না। যেমন, ইউক্রেনে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আইসিসি।

অথচ গত সেপ্টেম্বরে আইসিসির সদস্যভুক্ত দেশ মঙ্গোলিয়ায় রাষ্ট্রীয় সফরে গেলেও সেখানে তাকে গ্রেফতার করা হয়নি বরং সফরের সময় দেশটিতে তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনা পান। তবে ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ব্রিকস সামিটে যাননি পুতিন। সেসময় দেশটির আদালত বলেছিল, পুতিনকে গ্রেফতার করা সরকারের দায়িত্ব। এর আগে দারফুর অঞ্চলে যুদ্ধাপরাধের জন্য ২০০৯ সালে সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশিরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে আইসিসি। তবে ২০১৫ সালে বশির সাউথ আফ্রিকা গেলেও তাকে গ্রেফতার করেনি দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, দাবি ইউক্রেনের প্রাক্তন সেনাপ্রধানের

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের সাবেক সেনাপ্রধান ভেলারি ঝালুঝনি বলেছেন, বিশ্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি উত্তর কোরিয়া ও ইরানের যোগদান এবং তাদের সামরিক সহায়তা এর প্রমাণ। সম্প্রতি ইউক্রেনিস্কা প্রাভাদার ইউপি১০০ পুরস্কার অনুষ্ঠানে দেওয়া এক বক্তব্যে ঝালুঝনি বলেন, উত্তর কোরিয়ার সেনারা এরইমধ্যে ইউক্রেনের মাটিতে প্রবেশ করেছে এবং যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে, ইরানের ড্রোনগুলো ইউক্রেনের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাচ্ছে। চীনের সরবরাহ করা যুদ্ধাস্ত্রও এই সংঘাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঝালুঝনি ইউক্রেনের মিত্র দেশগুলোর দিকে অভিযোগ তুলে বলেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউক্রেনের মাটিতেই চলছে এবং এটিকে এখানেই থামানো সম্ভব। কিন্তু আমাদের মিত্ররা এ বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে চাইছে না। তাদের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। ইউক্রেনের এই সাবেক সেনাপ্রধান আরো দাবি করেন, রাশিয়া এখন উত্তর কোরিয়ার সেনাদের সরাসরি ক্রুস্ক অঞ্চলে মোতায়েন করেছে।

তিনি জানান, তিন মাস আগে ইউক্রেনীয় সেনারা আকস্মিক অভিযান চালিয়ে ক্রুস্কের বড় একটি এলাকা দখল করেছিল। বর্তমানে সেখানে প্রায় ১০ হাজার উত্তর কোরীয় সেনা অবস্থান করছে। ঝালুঝনি বলেন, প্রযুক্তি কিছুটা রক্ষা দিতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ কেবল প্রযুক্তি দিয়ে জয় করা সম্ভব নয়। ইউক্রেন একা এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে কিনা, তা নিশ্চিত নয়। এখনই সময় মিত্রদের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার। ঝালুঝনির বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলছে, এই যুদ্ধ শুধুমাত্র ইউক্রেন-রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। উত্তর কোরিয়া, ইরান, এবং চীনের সম্পৃক্ততা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে।

চলতি বছর হতাহত ২৮১ ত্রাণকর্মী, ইসরায়েল হত্যা করেছে ১৭৮ জনকে

আপনজন ডেস্ক: গণনা শুরু হওয়ার পর থেকে যে কোনো বছরের তুলনায় এ বছর সবচেয়ে বেশি ত্রাণকর্মী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা দপ্তর।

এইড ওয়ার্কার সিকিউরিটি ডাটাবেজ অনুসারে, এই বছর এখন পর্যন্ত ২৮১ জন ত্রাণকর্মী হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে রেকর্ডে থাকা সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ছিল ২০২৩ সালে ২৮০ জন।

গাজায় বিধ্বংসী যুদ্ধে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ৩৩৩ জন ত্রাণকর্মী হত্যা করেছে ইসরায়েল। চলতি বছর অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলোতে মোট প্রাণহানি ১৭৮ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২২৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। জেনেভায় এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জাতিসংঘের মানবিক কার্যালয়ের (ওসিএইচএ) মুখপাত্র জেনস লায়ের্ক বলেন, 'এই লোকেরা স্রষ্টার দেওয়া কাজ করছে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় তাদের হত্যা করা হচ্ছে!'

ত্রাণকর্মীরা আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে সুরক্ষা পাওয়ার কথা। জাতিসংঘের ত্রাণ বিষয়ক প্রধান টম ফ্লেচার এক বিবৃতিতে বলেন, এই সহিংসতা বিবেকবর্জিত এবং ত্রাণ তৎপরতার জন্য ধ্বংসাত্মক হুমকি।

তিনি বলেন, সংঘাতে জড়িত রাষ্ট্র ও পক্ষগুলোকে অবশ্যই মানবতাবাদীদের রক্ষা করতে হবে, আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখতে হবে, দায়ীদের বিচার করতে হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অস্ত্র, সেনার বিনিময়ে উ. কোরিয়াকে তেল দিচ্ছে রাশিয়া?

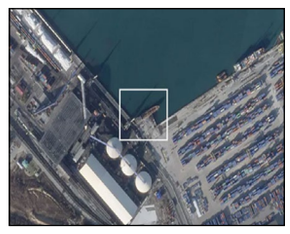

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়া এই বছরের মার্চ থেকে উত্তর কোরিয়াকে এক মিলিয়ন ব্যারেলেরও বেশি তেল সরবরাহ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি অলাভজনক গবেষণাগোষ্ঠী ওপেন সোর্স সেন্টারের স্যাটেলাইটের তোলা ছবি বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পাওয়া গেছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামি বিবিসিকে বলেছেন, 'পিয়ংইয়ং ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধে ইন্ধন জোগাতে মস্কোকে যে অস্ত্র ও সেনা পাঠিয়েছে তার অর্থ হিসেবে এই তেল সরবরাহ করা হচ্ছে।'

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের আদান-প্রদান জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের সমান।

কারণ জাতিসংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রকে উত্তর কোরিয়ার কাছে তেল বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, তবে অল্প পরিমাণে তেল বিক্রি করতে পারবে। আরো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করা থেকে রোধ করতে উ. কোরিয়ার অর্থনীতিকে দমিয়ে রাখার প্রয়াসে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

স্যাটেলাইট দিয়ে তোলা ছবিগুলো শুধু বিবিসির হাতে এসেছে। ওই ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গত আট মাসে উত্তর কোরিয়ার বেশ কয়েকটি তেলের ট্যাংকার রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যের একটি তেল টার্মিনালে মোট ৪৩ বার ভিড়েছিল। সমুদ্রে জাহাজের তোলা আরো কিছু ছবিতে দেখা গেছে, ট্যাংকারগুলো খালি আসছে এবং তেল নিয়ে প্রায় পূর্ণ হয়ে চলে যাচ্ছে। উত্তর কোরিয়া বিশ্বের একমাত্র দেশ, যাদের খোলাবাজারে তেল কেনার অনুমতি নেই। দেশটি শুধু পরিশ্রুত পেট্রলিয়ামের ব্যারেল পেতে পারে, তা জাতিসংঘ বার্ষিক পাঁচ লাখ ব্যারেলে সীমাবদ্ধ করেছে, যা প্রয়োজনীয় পরিমাণের তুলনায় অনেক কম। এদিকে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ঘটনার বিষয়ে কথা বলার জন্য বিবিসির অনুরোধে সাড়া দেয়নি।

নতুন এই প্রতিবেদনে ওপেন সোর্স সেন্টারের নথি অনুযায়ী, সর্বপ্রথম তেলের চালানটি হয়েছিল চলতি বছরের গত ৭ মার্চ। তেলের চালানগুলো অব্যাহত রয়েছে, কারণ উত্তর কোরিয়ার হাজার হাজার সেনাকে যুদ্ধের জন্য রাশিয়ায় পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। সর্বশেষটি গত ৫ নভেম্বর রেকর্ড করা হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

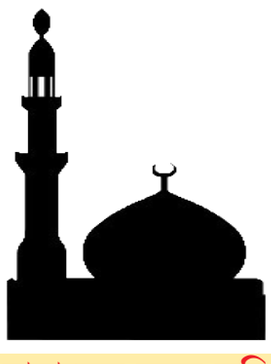

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩০	৫.৫৫
যোহর	১১.২৮	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

লাওসে বিষক্রিয়ায় ৪ পর্যটকের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ লাওসের পর্যটন শহর ভ্যাং ভিয়েংয়ে বিষক্রিয়ায় আরো এক পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। ১৯ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার এই পর্যটকের নাম বিয়ানকা জোনস। এ নিয়ে দেশটিতে বিষক্রিয়ায় চতুর্থ পর্যটকের মৃত্যু হল। সন্দেহ করা হচ্ছে মিথানলযুক্ত পানীয় পানে তাদের মৃত্যু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) বিয়ানকা জোনসের পরিবার গণমাধ্যমকে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

পারমাণবিক কার্যক্রম বাড়ানোর ঘোষণা ইরানের

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) বোর্ড অব গভর্নরসে ইরানবিরোধী প্রস্তাব পাসের প্রতিক্রিয়ায় পারমাণবিক কার্যক্রম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ইরান। দেশটিতে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন 'সেন্ট্রিফিউজ' বসাচ্ছে তেহরানের পরমাণু শক্তি সংস্থা।

গত ২১ নভেম্বর আইএইএ'র বোর্ড অব গভর্নরস পশ্চিমা দেশগুলোর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে ইরানের পারমাণবিক কার্যকলাপের সমালোচনা করা হয়। জাতিসংঘের পারমাণবিক পর্যবেক্ষক সংস্থাটিতে প্রস্তাবটি সামনে নিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। চলতি বছরের জুনেও ইরানের বিরুদ্ধে এ ধরনের একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল।

ইরানের পরমাণু শক্তি সংস্থা ও ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রস্তাব পাসের নিন্দা জানিয়েছে। শুক্রবার (২২ নভেম্বর) ইরানের পারমাণবিক প্রধান মোহাম্মদ এসলামি নতুন ও উন্নত সেন্ট্রিফিউজ চালু করার আদেশ জারি করেছেন, যা দ্রুত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করতে সক্ষম।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আইএইএ এর সঙ্গে অতীতের মতো সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি এই সপ্তাহে ইউরোপীয় দেশগুলোর ২০২০ সালের পর তাদের চতুর্থ প্রস্তাব পাস করার প্রচেষ্টার নিন্দা করেছেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
DANBIR ACADEMY
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

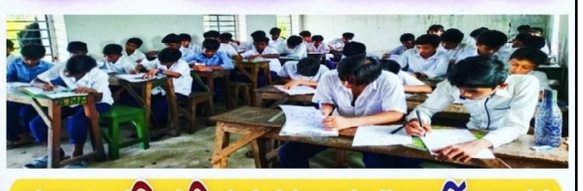

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

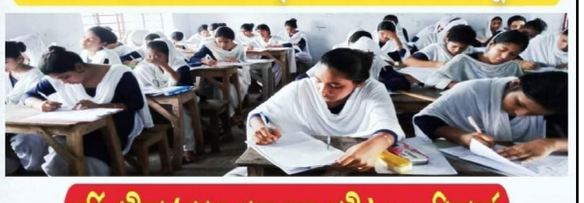

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩১৬ সংখ্যা, ৮ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

স্বার্থ ও প্রয়োজন

পাগলেও নাকি নিজের ভালো বুঝে। যে কোনো ব্যাপারে নিজের উপকার, লাভালাভ, সুযোগ-সুবিধা পৃথিবীর সকল মানুষ অবচেতনে পরিমাপ করিয়া দেখে। মানসিক সন্তুষ্টি ব্যতীত কেহ কিছু করিতে চাহে না। ইহাকেই অনেকে স্থূল অর্থে 'স্বার্থ' বলিয়া থাকে। সুতরাং এক অর্থে আমরা সকলেই স্বার্থপর এবং তাহা দোষণীয়ও নহে। বরং নিজের অস্তিত্বের জন্য সকলকেই স্বার্থপর হইতে হয়। তবে উহারও একটি সীমা রহিয়াছে। নিন্দা-তত্ত্ব প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, 'স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে উঠে, তখনই আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি।'

একইভাবে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 'মানুষের দায় মহামানবের দায়, কোথাও তার সীমা নেই। অন্তহীন সাধনার ক্ষেত্রে তার বাস। জন্তুদের বাস ভূমণ্ডলে, মানুষের বাস সেইখানে যাকে সে বলে তার দেশ। দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক। ...বহু লোকের আত্মত্যাগে দেশের গৌরব সমুজ্জ্বল।' আবার প্রাকৃতিক নির্বাচনে ডারউইন বলিয়া গিয়াছেন—সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট—অর্থাত্ যোগ্যতমরাই টিকিয়া থাকিবে। এইখানেও বুদ্ধি ও স্বার্থের প্রশ্ন আসে সারভাইভের জন্য।

বাস্তবিক অর্থে একবিংশ শতাব্দীর এই পৃথিবীটা বড়ই জটিল এবং কঠিন। জ্ঞানীরা উপলব্ধি করিতে পারেন—হিংসায় উন্মত্ত নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্বের ঘোর কুটিল ধরণিতে টিকিয়া থাকাটাই অনেক বড় ব্যাপার। সেই জন্য যাহারা টিকিয়া আছেন, মহান সৃষ্টিকর্তার নিকট তাহাদের শুকরিয়া জানানো উচিত। তবে আমরা এই চিত্রের বিপরীতে দেখিতে পাই, এই পৃথিবীতে কত ধরনের ভূরাজনৈতিক খেলা চলিতেছে! আমরা সেই 'খেলা'র খুব সামান্যই বুঝিতে পারি। অনেকের মতে, আমরা আসলে দেখিতে পাই সাগরে ভাসমান হিমবাহের উপরের দৃশ্যমান সামান্য অংশটুকু। হিমবাহের নিচে যে সিংহভাগ অংশ রহিয়া গিয়াছে, আমরা তাহা দেখিতে পাই না। পাইবার কথাও নহে। এই জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের 'পাওয়ার' তথা 'শক্তি' কী জিনিস, আমরা তাহা জানি না। ইহার পাশাপাশি পরাশক্তির 'সুপার পাওয়ার' কী জিনিস, তাহা আমরা বুঝিই না। তবে আমরা না জানি অথবা না বুঝি, এইটুকু জানি বা বুঝি যে, উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোটখাটো দেশগুলির আশপাশে বড় বড় শক্তিশালী দেশ রহিয়াছে, সেইখানে রহিয়াছে অনেক ধরনের হিসাবনিকাশ। এই সকল ছোটখাটো দেশ যেই সকল বিবেচনায় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই বিবেচনা অনুযায়ী এই দেশগুলির প্রতি শক্তিশালী দেশের হস্তক্ষেপ করিবার কথা নহে; কিন্তু সমস্যা হইল, এই সমস্ত বড় দেশের সহিত অন্যান্য বড় দেশের একে অন্যের রহিয়াছে জটিল হিসাব। সেই হিসাবের প্যাঁচে কাহারো কাহারো মধ্যে রহিয়াছে বৈরী সম্পর্ক। এই জটিল অবস্থায় উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট দেশগুলির এমনিতেই অত্যন্ত সতর্ক ও সাবধান থাকা উচিত। কবির ভাষায় ছোট দেশগুলির অবস্থা হইল—'বহুদিন মনে ছিল আশা/ ধরণীর এক কোণে/ রহিব আপন-মনে;/ ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা/ করেছিনু আশা।' অর্থাত্ উন্নয়নশীল বিশ্বের ছোট দেশগুলিও যেন ধরণির এক কোণে আপন মনে এতটুকু জায়গা লইয়াই খুশি থাকিবে। এই সকল পঙিক্তর মধ্যে আমরা যেন এমনই আভাস পাই—ছোটখাটো দেশগুলির কী করা উচিত; কিন্তু এই ছোটখাটো দেশগুলি কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতার মতো 'কণ্টক-মুকুট শোভা' লইয়া কখনো কখনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ 'সাহস' দেখায়—যাহাকে নজরুল বলিয়াছেন—'অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস'।

এই দুরন্ত সাহসের যুক্তি হিসাবে উঠিয়া আসে উন্নয়নের কথা, জিডিপির কথা। আমরা ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকায় দেখিয়াছি দুরন্ত সাহসের পরিণাম কী হয়। অন্যদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মতো যাহারা 'কথা' দিয়াছে, সকল সময় তাহারা 'কথা' না-ও রাখিতে পারে। 'দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়/ বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮ নীলপদ্ম/ তবু কথা রাখেনি...।' সুনীলের কবিতার মতো কেহ যদি কথা না রাখেন, তখন কী হইবে? তবে ইহাও সত্য যে, স্বার্থ ও প্রয়োজন যতক্ষণ রহিয়াছে ততক্ষণ কথা না রাখিয়া উপায় কী?

পাকিস্তানের রাজনীতিতে ইমরান খানের 'ফাইনাল কল'

২৪ নভেম্বর পিটিআইয়ের প্রধান ইমরান খান 'ফাইনাল কল' দিয়েছেন। ইসলামাবাদে তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা 'ছিনিয়ে নেওয়া ম্যান্ডেট', অন্যায় গ্রেপ্তার ও ২৬তম সাংবিধানিক সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামবেন রাজধানী ইসলামাবাদে। তেহরিক-ই-ইনসাফের জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ হলো পাকিস্তান মুসলিম লীগ (এন) এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি সরকারের ব্যর্থতা এবং দুর্বল কর্মক্ষমতা। এ সমস্যাটি ইমরান খানের নিজেরও ছিল। তিনি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারের সময়, বিশেষ করে পাঞ্জাবে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে 'অনাস্থা' প্রস্তাব আনা হয়েছিল। অল্পের জন্য নতুন জীবন পেয়েছিল তাঁর সরকার। লিখেছেন **মাজহার আব্বাস**।

২৪ নভেম্বর পিটিআইয়ের প্রধান ইমরান খান 'ফাইনাল কল' দিয়েছেন। ইসলামাবাদে তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা 'ছিনিয়ে নেওয়া ম্যান্ডেট', অন্যায় গ্রেপ্তার ও ২৬তম সাংবিধানিক সংশোধনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামবেন রাজধানী ইসলামাবাদে। তেহরিক-ই-ইনসাফের জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ হলো পাকিস্তান মুসলিম লীগ (এন) এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি সরকারের ব্যর্থতা এবং দুর্বল কর্মক্ষমতা। এ সমস্যাটি ইমরান খানের নিজেরও ছিল। তিনি দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারের সময়, বিশেষ করে পাঞ্জাবে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে 'অনাস্থা' প্রস্তাব আনা হয়েছিল। অল্পের জন্য নতুন জীবন পেয়েছিল তাঁর সরকার।

২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের নভেম্বরের মধ্যে রাজনীতির অক্ষ আর বদলায়নি। মিডিয়ার ৮০ শতাংশ খবর ও মন্তব্য শুধু খান সাহেবকে নিয়েই হতো। গত ৮ ফেব্রুয়ারির ফলাফল বাদ দিয়ে, দলভিত্তিক নির্বাচনে 'স্বাধীন' যত প্রার্থী জিতেছেন, তাঁর ৯০ শতাংশের সম্পর্ক ছিল পিটিআইয়ের সঙ্গে। আমি আমার গণতান্ত্রিক বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করি, যদি পিটিআই তাদের নির্বাচনী প্রতীক বরাদ্দ পেত, তাহলে ফলাফল কী হতো?

যাহোক, ইমরানের জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কী কারণে পিটিআই এখনো একটি সফল প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে, কেন খান সাহেবকে 'ফাইনাল কল' দিতে হয়েছে, তা ভেবে দেখার মতো একটি ব্যাপার। আর তা তাঁর নিজের দলেরও ভেবে দেখা প্রয়োজন। এই কল তো তাঁর দলের জন্য চ্যালেঞ্জ; আর ইমরান খানের নিজের জন্যও বড় ঝুঁকি।

পিটিআইকে এই আন্দোলনে 'একা' মনে হচ্ছে কেন? ইমরান খান নিজেও 'বিচ্ছিন্নতার শিকার'। আর তা তাঁর কৌশলের কারণে।

একদিকে তিনি নিজেই একটি ছয়-দলীয় জোট গঠন করেছেন। কিন্তু 'ফাইনাল কল' দেওয়ার আগে কোনো দলকে বিশ্বাস করেননি, আলাপ করেননি। তাঁর সেসব জোটের নেতারা কোথায়? এসব নিয়ে পিটিআই নীরব কেন? খানের বিচ্ছিন্নতার আরেকটি কারণ আছে। এই কঠিন সময়ে তাঁর অনেক বিশ্বস্ত সহকর্মী তাঁকে ছেড়ে গেছেন। সম্ভবত এ কারণে যে তিনি নিজে যাঁদের মনোনীত করে উঁচু পদে বসিয়েছেন, তাঁদেরও তিনি আর বিশ্বাস করেন না। আজ তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি এবং বোন কার্যত রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। বোন আলেমা খান দলের কোনো পদে না থাকা সত্ত্বেও 'ফাইনাল কল' ঘোষণা করেছেন।

অন্যদিকে সরকারের সবচেয়ে বড় ঝামেলা হচ্ছে তার 'সুনাম' নিয়ে সমস্যা। যাহোক, এটা তো আর ২০১৪ নয়, যদিও তখনো মুসলিম লীগ (এন) সরকার ছিল। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নওয়াজ শরিফ। ইমরান খান ১২৬ দিন ডি চকে অবস্থান ধর্মঘটে বসেছিলেন। শেষে একটি বিচার বিভাগীয় কমিশনের মাধ্যমে ঝামেলা শেষ হয়েছিল।

সর্বোপরি ওই সময় যে অবস্থান ধর্মঘটে কোনো বাধা দেওয়া হয়নি, তার কারণ কী? এর কারণ কি এই যে সে সময় আসল ক্ষমতাধরদের সমর্থন ইমরান খানের সঙ্গে ছিল? নাকি ৯ মের ঘটনা?

১৭ মাস হয়ে গেল। মামলাগুলো এগোনোর নামই নিচ্ছে না। মামলাগুলো নিয়ে আজও রাজনীতি করা হচ্ছে। তবে খোদ সেনাবাহিনীর মধ্যেই অনেক অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আইএসআইয়ের সাবেক প্রধান জেনারেল ফয়েজ হামিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হচ্ছে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আসন্ন।

এমন অবস্থায় ইমরান ও পিটিআইয়ের প্রতিবাদ বর্তমান সরকারের চেয়ে বেশি আসল ক্ষমতাধরদের বিরুদ্ধে বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্ষমতাধরেরা কোনো ধরনের আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়।

যেকোনো প্রতিবাদ আন্দোলনে কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংগঠন, ঐক্য, আদর্শ, আবেগ, কৌশল, নিজের প্রতিপক্ষের শক্তি মূল্যায়ন, সমর্থক ও কর্মীদের বিপুল সংখ্যায় রাস্তায় নামানো, গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে আইনি পদক্ষেপে দলের আইনি অংশের ভূমিকা, আলোচনার ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখানো এবং আলোচনার সফলতা বা ব্যর্থতা নিয়ে মূল্যায়ন।

এই মুহূর্তে এমন এক সময়ে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে, যখন রাষ্ট্র ও সরকারের সুস্পষ্ট নীতি হলো গ্রেপ্তার এবং সব উপায়ে 'বিক্ষোভ' দমন ও ইসলামাবাদকে কোনো রকম আন্দোলনকারীদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা।

দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে জনপ্রিয় নেতাদের হত্যা বা চুপ করিয়ে দেওয়ার ইতিহাস আছে। এসব কারণেই দলের চেয়ে পরিবারের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেশি। এমন এক সময়ে, যখন পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীদের চারপাশে বৃত্ত সংকুচিত করা হচ্ছে, তখন 'ফাইনাল কল' দিয়ে ইমরান খান তাঁর সমর্থকদের কাছ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিক্রিয়া আশা করছেন। তা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে স্ত্রী-বোনের ভূমিকা বাড়তে পারে। দলের লোকেরা যখন বিক্রি হয়ে যান, তখন পরিবারের ওপর নির্ভর করা ছাড়া ইমরান খানের উপায় কী?

এখন যদি সড়ক-মহাসড়কে ধরনা দেওয়া হয়, তাহলে এই ঠান্ডা ও ধোঁয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় তা সহজ হবে না। ২০১৪ সালের অবস্থান ধর্মঘটের মতো এখন পরিস্থিতি সুবিধাজনক নয়। সরকার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ বিষয়টিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। তেহরিক-ই-ইনসাফ যদি অস্বাভাবিক রকম শক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয়, তবে আগামী সময়ে তার জন্য আরও কঠিন হয়ে যাবে।

এমন এক পরিস্থিতিতে ইমরানের 'রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা' তাঁর ক্ষতি করতে পারে। জোটের পক্ষ থেকে এই 'কল' ঘোষণা করা হলে ভালো হতো। এ লক্ষ্যেই তো জোট গঠন করা হয়েছিল। এই প্রতিবাদে যদি জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম আর আর জামায়াতে ইসলামী জড়িত থাকত, তাহলে এই প্রতিবাদকে 'একক চেষ্টা' বলা যেত না।

ইমরান হয়তো তাঁর ভোটার ও সমর্থকদের কাছ থেকে আশা করছেন যে তাঁরা ৮ ফেব্রুয়ারির মতো পথে বের হয়ে আসবেন। ইমরান খান আসল ক্ষমতাধরদের সঙ্গে 'আলোচনার' দরজা বন্ধ করেননি। কিন্তু সমস্যা হলো ওপাশ থেকে কেউ দরজা খুলতে আসছে না।

তবে পিটিআইয়ের অনেক নেতা মনে করেন, পূর্ণ প্রস্তুতির পর ঘোষণা দিলে ভালো হতো। তবে যাঁরা 'মারো নয়তো মরো' স্লোগানের পক্ষপাতী তাঁরা আবার চিন্তিত যে দলের মধ্যে যেসব গুপ্তচর আছেন, তাঁরা কখন পরিকল্পনা ফাঁস করে দেন, তার কোনো ঠিক নেই। গুরুত্বপূর্ণ নেতা অনেকে এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত বলে মনে হয়। এসব কারণেই ইমরান খান এখন তাঁর স্ত্রী বুশরা ও বোন আলেমার ওপর রাজনৈতিকভাবে বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছেন বলে মনে হয়।

অনেকে ইমরানের এই রাজনৈতিক কৌশলের সমালোচনা করেছেন। সব সময় রাজনীতিতে পরিবারপ্রথার সমালোচনা করে এখন নিজেই সেদিকে এগোচ্ছেন ইমরান। ২৪ নভেম্বরে ফাইনাল কলের ফলাফল দেখে জানা যাবে ইমরান খানের সমালোচকেরা কতটা সঠিক। ইমরান খানের দীর্ঘ সাজা হলে বিবি বুশরা বা বোন আলিমার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। যেমন হয়েছিল ১৯৭৮ সালে বেগম নুসরাত ভুট্টো বা জেনারেল মোশাররফের আমলে বেগম কুলসুম নওয়াজের। কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক, পিটিআইয়ে পরিবারপ্রথা আছে বলেই মনে হচ্ছে।

দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্র ও রাজনীতিতে জনপ্রিয় নেতাদের হত্যা বা চুপ করিয়ে দেওয়ার ইতিহাস আছে। এসব কারণেই দলের চেয়ে পরিবারের প্রতি মানুষের সহানুভূতি বেশি। এমন এক সময়ে, যখন পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীদের চারপাশে বৃত্ত সংকুচিত করা হচ্ছে, তখন 'ফাইনাল কল' দিয়ে ইমরান খান তাঁর সমর্থকদের কাছ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারির মতো প্রতিক্রিয়া আশা করছেন। তা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে স্ত্রী-বোনের ভূমিকা বাড়তে পারে। দলের লোকেরা যখন বিক্রি হয়ে যান, তখন পরিবারের ওপর নির্ভর করা ছাড়া ইমরান খানের উপায় কী?

মাজহার আব্বাস সাংবাদিক, জিওটিভির বিশ্লেষক, সৌজন্যে: দৈনিক জংগ, উর্দু থেকে অনুবাদ।

জেরুজালেম সম্পর্কে ইতালীয় আদালতের রায়

পাশারুল আলম

সম্প্রতি ইতালির একটি আদালত যে, জেলুজালেম নিয়ে যে রায় দিয়েছেন তা আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং আল-আকসার অধিকারের জন্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে। ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে জেরুজালেমের মর্যাদা সম্পর্কে একটি ইতালীয় আদালতে একটি মামলা হয়। জেলিজালেম ইসরাইলের রাজধানী এই প্রোপাগান্ডা বিরুদ্ধে ছিল এই মামলা। এই রায় জেরুজালেম ইসরাইলের রাজধানী নয় এই বলে আদালত জানিয়েছে।এই রায় আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সাংবাদিকতার নীতিশাস্ত্র এবং দীর্ঘস্থায়ী ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই যুগান্তকারী রায়, যা বলে যে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এবং এই বিষয়ে ভুল তথ্য প্রচারের নিন্দা করে। আন্তর্জাতিক নিয়ম এবং সাংবাদিকতার দায়িত্ব মেনে চলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর রায়ের ফলে ভূ-রাজনীতি, মিডিয়ার জবাবদিহিতা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার, বিশেষ করে আল-আকসা মসজিদের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্ব পূর্ণ অধ্যায়।

ইতালি, জাতিসংঘের বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্রের মতো, পূর্ব জেরুজালেমকে একটি আন্তর্জাতিকভাবে বিতর্কিত অঞ্চল এবং শহরটির উপর ইসরায়েলের একতরফা দাবিকে স্বীকৃতি দেয় না। ইতালীয় আদালতের রায় এই অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের রেজুলেশনের প্রতি ইতালির প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে। যেমন নিরাপত্তা পরিষদের ৪৭৮ নম্বর রেজোলিউশন যা পূর্ব জেরুজালেমকে ইসরায়েলের সংযুক্তির বিরোধিতা করে। এই রায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নীতির বৈচারিক অনুমোদনের প্রতীক । যা পূর্ব জেরুজালেম ফিলিস্তিনের একটি অংশ, মধ্যপ্রাচ্যে ভারসাম্যপূর্ণ কূটনীতির একটি মেইল স্টোন হিসেবে ইতালির ভূমিকাকে আরও দৃঢ় করে।

পশ্চিমা মিডিয়া যে ভাবে জেরুজালেম কে নিয়ে প্রোপাগান্ডা ছড়ায় তার জবাবদিহিতা দেওয়ার রাস্তা খুলেছে। জেরুজালেমের অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য সংশোধন করার জন্য মিডিয়া সংস্থাগুলির রায়ের আদেশ জনমত এবং নীতি গঠনে সাংবাদিকতার ভূমিকাকে তুলে ধরেছে। ভুল প্রচারের জন্য মিডিয়া আউটলেটগুলিকে দায়বদ্ধ রাখার মাধ্যমে এই রায়টি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করবে। এমন পক্ষপাতদুষ্ট আখ্যান এবং প্রচারকে হ্রাস করবে। এই নজির শুধুমাত্র সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা রক্ষা করে না বরং সংবেদনশীল ভূ-রাজনৈতিক ইস্যুতে জনসম্মুখে বাস্তবিক নির্ভুল তথ্য উপস্থাপনের ভিত্তি নিশ্চিত করবে।

১. ইসরাইল এবং তার মিত্রদের জন্য একটি রাজনৈতিক বার্তা এই রায়টি পরোক্ষভাবে জেরুজালেমের উপর ইসরায়েলের দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ, যে দেশগুলি ২০১৭ সালে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল তার একতরফা নীতিকে সমর্থন করে এমন দেশগুলির সমালোচনা হিসাবে বিবেচিত হবে এই রায়।

এই রায় জেরুজালেমের বিতর্কিত মর্যাদা পুনর্নিশ্চিত করেছে। রায়টি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে একতরফা ঘোষণার উপর আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখার গুরুত্ব সম্পর্কে একটি বার্তা দিয়েছে। ইসরায়েলের দাবিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে আরো জটিল করে তুলবে।

২. আল-আকসা এবং ফিলিস্তিনি অধিকারের জন্য মামলা শক্তিশালী একটি উপাদান হিসেবে কাজ করবে। শুধু তাই নয়, মুসলিম সম্প্রদায় এবং আল-আকসা অধিকারের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। একথা সর্বজনবিদিত যে, জেরুজালেম মুসলমানদের জন্য অপরিসীম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহন করে। আল-আকসা মসজিদ ইসলামের অন্যতম পবিত্র স্থান। যদিও আদালত স্পষ্টভাবে ফিলিস্তিনি অধিকার বা আল-আকসাকে সম্বোধন করেনি। তবে জেরুজালেমকে বিতর্কিত এলাকা হিসেবে স্বীকার করা মুসলিমদের দাবিকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করে। এটি পূর্ব জেরুজালেমের সার্বভৌমত্ব এবং আল-আকসার সুরক্ষার জন্য ফিলিস্তিনিদের দাবির নৈতিক ও আইনি ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে পারে।

যেমন গতকাল আইসিসি রায়ের পর বিশ্বের বহু দেশ ইসরাইল সম্পর্কে তাদের অবস্থান বদল করেছে, তেমনি এই রায় ইসরালিদের অবৈধ বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ করতে এবং পূর্ব জেরুজালেমে আরও দখল থেকে বিরত থাকার জন্য ইসরায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়াতে পারে। ফিলিস্তিনি-পন্থী আন্দোলন এবং মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী কূটনৈতিক পদক্ষেপের পক্ষে ওকালতি করার জন্য এই রায়ের সুবিধা নিতে পারবে। যা ফিলিস্তিনিদের অধিকারকে সম্মান এবং অধিকারের দাবিকে সমুন্নত করবে।

ইতালীয় আদালতের এই রায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে নতুন চেতনা অনুরণিত হতে পারে। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের আত্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থনকারী দেশ এবং সংস্থাগুলির মধ্যে। আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে জেরুজালেমকে ভাগ করার প্রচেষ্টা ধাক্কা খাবে। এই রায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিশ্বব্যাপী সংহতি বৃদ্ধি করতে পারে এবং সংঘাতের একটি ন্যায্য সমাধানের আহ্বানকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

এই রায়ের বিস্তৃত মূল্যায়ন করতে গেলে দেখা যাবে যে, ইতালীয় আদালতের রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও নৈতিক নজির স্থাপন করে। আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব, সত্যবাদী সাংবাদিকতা এবং জেরুজালেম প্রশ্নে বিশ্বব্যাপী সংহতির ওপর জোর দেয়। যদিও একমাত্র রায়টি ভূ-রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করতে পারে না বা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সমাধান করতে পারে না, এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বের একটি সমালোচনামূলক অনুস্মারক হিসাবে কাজ করবে। এর প্রভাব নির্ভর করবে মুসলিম দেশগুলো, ফিলিস্তিনপন্থী উকিল এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই রায়কে কতটা কার্যকরভাবে পুঁজি করে সংলাপ এগিয়ে নিতে এবং ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে চলতে চাপ দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, ইতালীয় আদালতের রায় আন্তর্জাতিক আইন সমুন্নত রাখা এবং মিডিয়ার জবাবদিহিতা প্রচারের দিকে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। যদিও বর্তমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল হিসাবে এর তাৎক্ষণিক প্রভাব সীমিত হতে পারে। কিন্তু জেরুজালেম সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী সচেতনতা এবং সংহতিকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনাকে অবমূল্যায়ন করা যায় না। সংলাপ, জবাবদিহিতা এবং আইনি নীতির প্রতি আনুগত্যকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, রায়টি ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতে ন্যায়বিচার ও শান্তির জন্য বৃহত্তর সংগ্রামে অবদান রাখবে।

প্রথম নজর

বর্ধমান টাউন হলে সপ্তম লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৪ শুরু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান টাউন হলে শুরু হলো সপ্তম লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০২৪, যা উদযাপন করছে সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং সৃষ্টির বহুমাত্রিক দিক। এই তিনদিনব্যাপী মেলার উদ্বোধন করেন খ্যাতনামা “এবং মুসায়েরা” পত্রিকার সম্পাদক সুবল সামন্ত।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পৌরসভার পুরপিতা শ্রী পরেশ সরকার, মহকুমা শাসক সদর (উত্তর) তীর্থঙ্কর বিশ্বাস এবং মহকুমা শাসক সদর (দক্ষিণ) বুদ্ধদেব পান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের উপ সচিব ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এদিন বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন “কারু বাসনা” পত্রিকার সম্পাদক সব্যসাচী সেন, যিনি আলোক সরকার স্মৃতি সম্মাননা অর্জন করেন। নর্থ ইস্ট লিটল ম্যাগাজিন স্টেডি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, গৌহাটি থেকে আগত পরিচালক জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তও সম্মানিত হন। আগামীকাল মেলায় সুব্রত চক্রবর্তী স্মৃতি সম্মাননা প্রদান করা হবে সুমিতা চক্রবর্তীকে। মেলায় সাহিত্যিকদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বিভিন্ন তোরণ তৈরি করা হয়েছে। বাইরের তোরণ উৎসর্গ করা হয়েছে দ্বিশতবর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র স্মৃতিতে। ভিতরের তোরণ তৈরি হয়েছে সমরেশ বসু এবং নারায়ণ সান্যালের স্মরণে। এছাড়া মেলার অঙ্গনটির নাম রাখা হয়েছে সলিল চৌধুরীর স্মৃতিতে এবং মঞ্চটি উৎসর্গ করা হয়েছে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মরণে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে লিটল ম্যাগাজিনের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। পাশাপাশি আসামের গুয়াহাটির পত্র-পত্রিকাগুলিও বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। মেলায় রয়েছে চিত্র প্রদর্শনী এবং দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর প্রদর্শশালা, যা সাহিত্যপ্রেমীদের আনন্দে উদ্বেলিত করছে। এই মেলা কেবল সাহিত্য ও সৃজনশীলতার উৎসব নয়, বরং এটি একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে নতুন লেখক ও পত্রিকাগুলি তাদের চিন্তা ও সৃষ্টিকে তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন। লিটল ম্যাগাজিনের ঐতিহ্য এবং সৃজনশীলতার প্রাসঙ্গিকতাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে মেলা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ইসলামপুরে শুরু ‘বাংলা মোদের গর্ব’ অনুষ্ঠান

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আয়োজনে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ইসলামপুরের কোর্ট মাঠে ‘বাংলা মোদের গর্ব’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়।

উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী, অচিরচরিত শক্তি বিষয়ক দপ্তর, উত্তর দিনাজপুরের মাননীয় জেলাশাসক, ইসলামপুর পুলিশ জেলার জেলা আরক্ষাধ্যক্ষ, অতিরিক্ত জেলা বিচারক, ইসলামপুর বিধানসভার বিধায়ক, মহকুমা শাসক, ইসলামপুর, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ও খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ, ইসলামপুর পৌরপিতা, এবং রায়গঞ্জ পৌরপ্রশাসকসহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

এই অনুষ্ঠানে বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং উন্নয়নের ধারাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, প্রদর্শনী এবং আলোচনা সভার মাধ্যমে রাজ্যের সাফল্যের গল্প তুলে ধরা হয়। এ ধরনের উদ্যোগ উত্তর দিনাজপুরের মানুষদের মধ্যে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার প্রসার ঘটাবে বলে মত প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা।

মনোনয় ক্লিনিক শুরু জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা আইনে পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এতদিন বিনা পয়সায় আইনের সহায়তা করে আসছেন। বিশেষ করে ১৮ বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে খুব বিশেষভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণের চিত্র দেখা যায়। পাশাপাশি বহু বয়স্ক ব্যাক্তির চিকিৎসা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব মেটানো করানো থেকে হারিয়ে যাওয়া ব্যাক্তিদের উদ্ধার,কম বয়সী ছেলে মেয়েদের বিবাহ বন্ধ, সচেতনতা মূলক শিবির, পদযাত্রা সহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে জেলায় বিশেষ নজর কেড়েছে জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি এবার সিউড়ি সুপার হসপিটালের একটা কক্ষে মনোনয় নামক একটি নতুন ক্লিনিক এর উদ্বোধন করা হয় শুক্রবার । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এবং ন্যাশনাল লিগ্যাল

সার্ভিস অথরিটির পরিচালনায় এবং বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় উক্ত ক্লিনিকটি পরিচালনা করবেন। এই ক্লিনিকে নিয়মিত থাকবেন একজন মানসিক বিভাগের ডাক্তার,একজন আইনজীবী ও একজন অধিকার মিত্র ওরফে পার্শ্ব আইনি সহায়ক। ক্লিনিক পরিষেবার উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব ও জজ নিরুপমা দাস ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি হাসপাতালের ডেপুটি সুপার জয়দেব নায়ক, ডা. অনিন্দিতা মুখার্জি, অধিকার মিত্র, মহম্মদ রফিক সহ প্রমুখ।

উত্তর ২৪ পরগনার নতুন বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নতুন বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ হলেন বসিরহাট উত্তর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান এটিএম আব্দুল্লাহ রনি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদকে অপসারণ করা হয়। আগেই ফারহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল। তারপর জেলা পরিষদের তিতুমীর সভাকক্ষে স্থায়ী সমিতি সদস্যদের নিয়ে বৈঠক হয়। সেখানে সাতজনের মধ্যে উপস্থিত পাঁচ জন সদস্যই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। ৫-০ ভোটেই ফারহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়। শুক্রবার দুপুর দুটো নাগাদ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদে বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মদক্ষ সেই পদ এটিএম আব্দুল্লাহ রনিকে তুলে দিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। এদিন ফুলের তোড়া দিয়ে এটিএম আব্দুল্লাহকে সংবর্ধনা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ। এই বিষয় নিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বেশ কয়েকদিন আগেই এটিএম ফারহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসে। তারপর তাকে পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেই পদ বহুদিন ধরেই খালি ছিল। জেলা পরিষদের তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আজ সেই বনভূমি কর্মদক্ষ পদটি দেওয়া হলো এটিএম আব্দুল্লাহ রনিকে। এটিএম আব্দুল্লাহ বহুদিনের কাজের মানুষ। ভালো কাজ করেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাকে এই বিশেষ পদ দেওয়া হয়েছে, এই দপ্তরটা খুব সুন্দর ভাবে সামলাবে বলে আমি আশা করি। এই বিষয় নিয়ে এটিএম আব্দুল্লাহ রনি বলেন,আমি সর্বপ্রথম আমি কৃতজ্ঞ জানাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি কৃতজ্ঞ জানাবো সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী ও সহ সভাধিপতি বিনা মন্ডল কে। পাশাপাশি আমি বলব যারা আমার খারাপ সময়ে পাশে ছিলেন যারা তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা। আমার প্রথমে কাজ হবে সপ্তাহে একদিন সাধারন মানুষকে নিয়ে বসা, তাদের অভিযোগ শোনা। এবং কোথায় সম্পত্তি রয়েছে কিভাবে সরকারের রাজস্ব আদায় হবে সেই নিয়ে বিশেষ নজর থাকবে আমার। এদিন বসিরহাট দুই নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল বলেন, আমরা খুশি আমার রাজনৈতিক অভিভাবক এটিএম আব্দুল্লাহ রনি।

আবাস তালিকা থেকে নাম কাটার আর্জি দুই তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর

আসিফা লস্কর ● বাসুলডাঙা

আপনজন: রাজ্যজুড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আবাস যোজনা, আমফান সহ নানান দুর্নীতি নাম ছড়িয়ে আছে ঠিক তখন উল্টো ছবি ধরা পড়লো ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের দুটি পঞ্চায়েত সদস্যের। আবাস যোজনার নাম আসার খবর পেয়ে নিজেরা নাম বাদ দেওয়ার জন্য ব্লক আধিকারিক অফিস যায় নাম বাদ দিতে।

পাকা বাড়ি থাকায় এবার আবাসের তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন করলেন ডায়মন্ড হারবার এক নম্বর ব্লকের ২ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। বাসুল ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য এনায়েত হোসেন মোল্লা ও মশাটহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য রাজু সরকার। আবাস যোজনা, আমফান সহ নানান সময় রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের নাম জড়িয়েছে। তখন উল্টো ছবি ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লকের বাসুলডাঙ্গা ও মশাটহাট পঞ্চায়েত এলাকায়। পঞ্চায়েত সদস্যরা বলেন যখন সমীক্ষা হয়েছিল তখন আমাদের কাঁচা বাড়ি ছিল বর্তমানে পাকা বাড়ি হয়েছে এবং ২০২৩ এর নির্বাচনের প্রথম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই তাই তালিকায় নাম থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি।মশাটহাট পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য রাজু সরকার জানান, ২০১৮ সালে যখন আবাস যোজনার ঘরের সমীক্ষা হয় তখন আমার মাটির বাড়ি ছিলো সেই জন্য নাম হয় তো এসেছে এখন পাকা বাড়ি তৈরী করেছি সেজন্য আর আবাস যোজনার পাকা বাড়ি নেবো না। যাতে আবাস যোজনার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয় জন্য ডায়মন্ড হারবার ১ নং ব্লক আধিকারিকের কাছে আবেদন করলাম।

রানাঘাট হাসপাতালে ডাক্তারদের পরিষেবা মুগ্ধ করছে রোগীদের

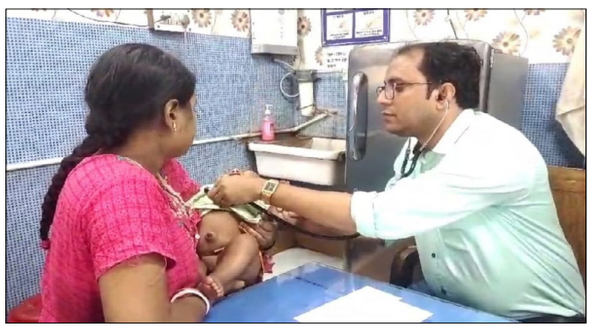

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: যখন রাজ্যে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা ও চিকিৎসককে নিয়ে নানান ধরণের অভিযোগ সামনে আসছে তখন এ এক ভিন্ন ছবি রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে। যেখানে চিকিৎসক রোগীকে শুধু রোগী হিসেবে না দেখে নিজের পরিবারের সদস্য ভেবেই চিকিৎসা করেন ও চিকিৎসা বিষয়ে রোগীর পরিবার কে সাহায্য করেন।আর এমন আত্মিক চিকিৎসক কেও রোগীর পরিবার নিজেদের পরিবারের সদস্য হিসেবে সম্মন করেন।সূত্রের খবর, রানাঘাট হাসপাতালের শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ মইদুল শুধু শিশুদের চিকিৎসাই করেন না চিকিৎসা বিষয়ে শিশুর পরিবারের প্রয়োজনে তাদের সাহায্যও করেন। আর এই রোগীর সাথে সুমধুর সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় রোগীর পরিবারও উপকৃত হন। আর তারই অঙ্গ হিসেবে গতকাল রানাঘাট হাসপাতালে এসে চিকিৎসক মইদুলকে সংবর্ধনা দিলেন রোগীর আত্মীয় পরিজনরা। আর রোগীর পরিবারের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি ওই চিকিৎসক। শুধু রোগীর পরিবারই নয়, নিজের হাসপাতালের এই চিকিৎসকের এহেন কর্মকান্ডে খুশি হাসপাতালের সুপার প্রলহাদ অধিকারী। রানাঘাট হাসপাতালের সুপার ও রোগীদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের জানান।

হাসপাতাল সুপার প্রলহাদ অধিকারী বলেন’, ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা সুন্দর একটা ব্যবহার। আমাদেরই হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ড মইদুল সেটা প্রতিষ্ঠাতা করতে পেরেছে।মানুষের ব্যবহার ভালো হলে অনেক এগিয়ে যেতে পারবে এবং অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে পারবে ব্যবহারটা মানুষের কাছে একটা অন্য বিষয়। মইদুল সে জায়গাটা অর্জন করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়। হাসপাতাল প্রত্যেকদিন প্রচুর রোগী আসে কিন্তু বিরল রোগের সংখ্যাটা খুবই কম। ডাক্তারবাবু তা মাথায় রেখে চিকিৎসা করলে সফলতা আসবে।

ঢাকুরিয়ার বস্তিতে ভয়াবহ আগুনে ৮টি বাড়ি ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঢাকুরিয়ার কাকুলিয়া রোডে ভয়ংকর আগুন।৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রমোটিংয়ের জন্য আগুন ধরানো হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। আগুন লাগার পর ঢাকুরিয়ার বস্তিতে একের পর এক ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে রাতেই পৌঁছন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। মেয়র ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে যে বাড়িগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা পুনরনির্মাণ করে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন।

দমকল সূত্রে জানা গেছে বন্ধ বাড়িতে ধূপের আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মোট সাতটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয়। বালিগঞ্জ সংলগ্ন কাকুলিয়া রোড এলাকায় স্বাভাবিক যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। দমকলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় অতি দ্রুত সেখানে দমকল বাহিনী পৌঁছে নয় বড় অগ্নিকাণ্ড ঠেকানো সম্ভব হয়েছে। অগ্নিকাণ্ড -এর ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করবে দমকল বিভাগ ও পুলিশ। তবে অগ্নিকাণ্ডে কোন হতাহতের খবর নেই।

স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসছে বেলডাঙা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত শনিবার একটি পুজো মণ্ডপের লাইট বোর্ডে বিতর্কিত মন্তব্য থাকায় দু পক্ষের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদে বেলডাঙ্গা। ঘটনার জেরে মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে বন্ধ রাখা হয় ইন্টারনেট পরিষেবা। শনিবার সকাল পর্যন্ত তা বহাল থাকার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, ইন্টারনেট বন্ধের সময়সীমা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়েছে সকলেই। ভগবানগোলার এক বাসিন্দা বলেন, ‘শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফিরেছিলাম ব্যাংকের সমস্যার সমাধানের জন্য। কিন্তু ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় ব্যাংকের সমস্যা সমাধান হওয়ার আগেই ফিরে যেতে হচ্ছে।’ ই-কমার্সের ডেলিভারি কাজে যুক্তদের বক্তব্য, ‘ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় এক সপ্তাহ ধরে কাজ করতে পারছি না। আমরা দিন আনি দিন খাই, কাজ না হলে চলবে কিভাবে?’

অন্যদিকে সাইবার ক্যাফের বিভিন্ন দোকানে ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় মোবাইল রিচার্জ অথবা অন্যান্য পরিষেবা ব্যাহত। ব্যাংকের শাখা গুলিতে কাজ না হওয়াই ঘুরে যেতে হচ্ছে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দাদের।

অন্যদিকে, উত্তেজনা কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে বেলডাঙ্গা। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘গত এক সপ্তাহে মাঝেমধ্যে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে। তবে পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে।’ শুক্রবার পর্যন্ত বেলডাঙ্গা, রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানা এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি ছিল। বেলডাঙ্গার বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলি খোলা হয়। নেওয়া হয় টেস্ট পরীক্ষা। রেল স্টেশনেও সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত।

শুক্রবার জুমার নামাজে জেলার বিভিন্ন মসজিদে হিংসা পরিত্যাগ করে শান্ত থাকার আহ্বান জানান ইমামরা। এ বিষয়ে অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যান্ড সোশাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘বেলডাঙ্গার বেগুনবাড়ি মসজিদে আমি জুমার নামাজ পড়িয়েছি। সেখানে তো বটেই পাশাপাশি বেলডাঙ্গার আড়াইশো মসজিদ সহ জেলার কয়েক হাজার মসজিদে মানুষকে হিংসা পরিত্যাগ করে শান্তির বাতাবরণ তৈরীর আহ্বান জানানো হয়েছে ইমামদের তরফ থেকে। আমরা বলেছি, প্রশাসনের উপর ভরসা রাখুন। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।’

সবমিলিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে বেলডাঙ্গা সহ জেলার অন্যান্য জায়গা। তবে ইন্টারনেট কবে খুলবে, সেই অপেক্ষায় মুর্শিদাবাদ জেলা।

মেদিনীপুর হাসপাতালে দালাল চক্র, হাতেনাতে ধরা পড়ল দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ভেতরে দালাল চক্র নিয়ে বিভিন্ন বার প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশাসন পদক্ষেপ নিচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তে মাইকিং করে সেই বিষয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদেরও সতর্ক করার ব্যবস্থা হয়েছে হাসপাতাল এর পক্ষ থেকে। তারপরেও একদল লোকজন বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে রোগীদের রক্ত ও বিভিন্ন পরীক্ষা করানোর জন্য হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে প্ররোচনা দিচ্ছিল। হাসপাতালে চিকিৎসকরা যেই রক্ত বা বিভিন্ন পরীক্ষা করার জন্য প্রেসক্রিপশন করে দিচ্ছেন আউটডোরে, অমনি আগে থেকে ওত পেতে থাকা বিভিন্ন বেসরকারি ল্যাবরেটরির এজেন্টরা তাদের গিয়ে ধরে ফেলছে। বিভিন্ন রকম ভুল বুঝিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বাইরের ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষার জন্য। শুক্রবার দুপুরে হাতেনাতে ধরা হলো দুই যুবককে। তুলে নিয়ে গেল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। আগে থেকেই সংবাদমাধ্যম ও পুলিশ ওত পেতে অপেক্ষা করছিল নিজেদের একটি সূত্র মারফত খবর পেয়ে। এরপর দুই যুবক দেখা যায় মেদিনীপুর হাসপাতাল চত্বরে একটি জায়গায় আউটডোর থেকে বের হওয়ার রোগীদের বিভিন্ন রকম বোঝাচ্ছে। জানা গেল, ওই রোগীরা সদ্য আউটডোরের চিকিৎসকের কাছে নিজেদের সমস্যা শুনিয়ে ঔষধ প্রেসক্রাইব করিয়ে ছিলেন। বিভিন্ন লোকের রক্ত বা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা করানোরও পরামর্শ দিয়েছেন সরকারি চিকিৎসক সেখানে। কিন্তু সেই পরীক্ষা করানোর কথা মেদিনীপুর হাসপাতালেরই নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরীতে। বাইরে থেকে আসা বেসরকারি ল্যাবরেটরি লোকজন ঐ সমস্ত রোগীদের বোঝাচ্ছিল- হাসপাতালে পরীক্ষার গুণমান খারাপ। তাই কম পয়সায় বাইরে থেকে পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো।-এমন বিভিন্ন রকম প্ররোচনা দেওয়া চলছিল তাদের। এরপরেই দূর থেকে লক্ষ্য করা পুলিশকর্মী ও সংবাদ মাধ্যম তাদের ঘিরে ফেলে হঠাৎ। পালানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়ে যায়। তাদের আটকে ওই দুই যুবককে ব্যাগ পরীক্ষা করতে বেরিয়ে আসে রক্তের নমুনা সংগ্রহের বিভিন্ন উপকরণ। পুলিশের চাপে সবটা স্বীকার করে তারা।

বেশ কিছুদিন ধরে এই দালাল চক্র সক্রিয় হচ্ছিল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে।

অনেকের এমন দাবিও ছিল- মেদিনীপুর হাসপাতালে আসা রোগীদের আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করছে বিভিন্ন দালালেরা। তাদের রক্ত পরীক্ষা করতে বলা হলে হাসপাতালে না করিয়ে ওই নার্সিংহোম বা বিভিন্ন কোম্পানির ল্যাবরেটরী গুলিতে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এতে সাধারণ গরিব মানুষেরা সর্বস্বান্ত হচ্ছিলেন। তারপরেই পুলিশের পদক্ষেপ।

ধৃত ২ যুবকের কাছে বেসরকারি ল্যাবরেটরির বিভিন্ন রকম সামগ্রী পেয়ে তাদের আটক করে তুলে নিয়ে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে আগত রোগীদের বিভিন্নভাবে সচেতন করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দাদুর স্মৃতিতে রক্তদান শিবির ব্লাড ব্যাংক কর্মী নাতি’র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ব্লাড ব্যাঙ্কে কাজ করার সুবাদে রক্তের হাহাকার অনুভব করেন মাঝে মাঝেই। কার্যত সেই ভাবনা থেকেই রক্তের সংকট মেটাতে দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ করে দাদুর স্মৃতিতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করেন নাতি। নদিয়ার ধুবুলিয়ার পন্ডিতপুর গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রয়াত জনাব আলী সাহেবের নাতি বাবর আলী সেখের এমন কাণ্ডে প্রংশায় পঞ্চমুখ এলাকার মানুষ। জানা গিয়েছে, নবদ্বীপে ব্লাড ব্যাংকে চাকুরি করেন বাবর। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের রক্তের প্রয়োজন হলে খোঁজ পড়ে বাবরের। তাঁর কথায় ‘ক্যানসার, থ্যালাসেমিয়া রোগী বেড়েছে। তাঁদের রক্ত প্রয়োজন। রক্তের কতটা সংকট তা উপলব্ধি করি মাঝে মাঝে তাই দাদুর স্মৃতিতে এবছর নিয়ে মোট তিনবার গ্রামে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি।’ মানস রায় নামে নবদ্বীপের ৫৭ বছরের এক রক্তদাতা এদিন এই শিবিরে এসে রক্তদান করে তার ১০০তম রক্তদান পূরণ করেন।

বিশ্বভারতীতে বাম ছাত্রদের বিক্ষোভ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে ধ্রুপদী ভাষা আলোচনা সভাতে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত উত্তেজনা বিশ্বভারতীর লিপিকা প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিক্ষোভ বাম ছাত্র সংগঠনের। নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে ধস্তাধস্তি। বিশৃঙ্খলা রাজ্যের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীতে। আন্দোলনকারীদের দাবি বিশ্বভারতী কে আরএসএসের আঁতুড় ঘর করা হচ্ছে। বিশ্বভারতীতে রাজনীতি করন মানছে না ছাত্র সংগঠন।

নীল কবিতার আলো কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোদপুর

আপনজন: সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে হয়ে গেল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্কৃতি সংগঠক শব্দশ্রুতি। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল রাণু গুহর একক কাব্যগ্রন্থ নীল কবিতার আলো বইয়ের উন্মোচন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যা একাডেমির অধ্যক্ষ জয়ন্ত কুশারী , প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী ও নাট্যকার কাজল সুর দূরদর্শন ও আকাশবাণী খ্যাত সোমেশ নাথ , সাংবাদিক ও বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চ ফিরোজ হোসেন , কবি রিনা গির, বাচিক শিল্পী অঞ্জল চট্টোপাধ্যায় , ডঃ পার্থ সারথি মুখার্জি। সঞ্চালনায় ছিলেন মধুছন্দা তরফদার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার সুপরিচিত বাচিক শিল্পী ও সঙ্গীত শিল্পী। রানুগুহ নিজে একজন বাচিক শিল্পীঅ তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাচিক জগতের সঙ্গে যুক্ত তাঁর লেখনি শক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নতির ফল প্রসূত ‘নীল কবিতার আলো’ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

গণিত তো আসলেই মজার, শিক্ষকদের দায়-দায়িত্ব

নায়ীমুল হক
সহ-শিক্ষক, হরিনাভি ডিভিএএস হাইস্কুল (উমা)

গণিত মানেই মজার। যত বড়োই একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকা হোক বা যত ছোট বৃত্তই হোক, সর্বদা একই নিয়মের জালে বাঁধা। পিথাগোরাস- আর্কিমিডিস যা বলে গিয়েছেন তাই। যেভাবেই বিশ্লেষণ করা হোক, একই উত্তর। ঠিক আমাদের জীবনের মতো। বিকল্প যা-ই থাকুক জীবনের সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত একটাই। এত সহজ, এত মজার একটি বিষয় তাও গণিতের নাম শুনলেই সমাজ স্পষ্টতই আড়াআড়ি দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কেন এই বিভক্তি? দায় কার? খুঁজতে হবে আমাদের, গণিত শিক্ষকদেরই।

শুরু করা যাক শিক্ষকতা পেশা নিয়ে। কেউ কেউ বলে থাকেন এ পেশা আর পাঁচটা পেশার মতো নয়, এরা যে সমাজ গড়ার কারিগর। তাই শিক্ষকের দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি। পাঠক্রম থেকে নৈতিকতা, ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রেই তো শাশ্বত সত্য এক। অতঃপর এই সত্যকে জানতে শিক্ষককে চালিয়ে যেতে হয় নিরলস প্রচেষ্টা, খোঁজ রাখতে হয় নিত্য নতুন প্রযুক্তি, আবিষ্কার। তবেই নিজেকে সমৃদ্ধ করা যায়। অতঃপর শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসু মনে খুশির জোয়ার খেলে যায়। নিজেকে সোপর্দ করতে কোনো দ্বিধা করে না। শিক্ষকও উজাড় করে দেন, আশীর্বাদ করেন দুহাত ভরে। শিক্ষকতা পেশার সার্থকতা তো এখানেই।

এবার আসা যাক শিক্ষকের মৌলিক কাজ পাঠদান প্রসঙ্গে।

প্রথম : সিলেবাস বা কারিকুলাম সম্পর্কে খুঁটিয়ে জেনে নেওয়া – সেশন শুরুর আগে যে ক্লাসের যে বিষয়ে পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে নতুন ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে বিশেষ করে সরকারি বইটি আদ্যপ্রান্ত খুঁটিয়ে দেখে নিতে হবে। বিশেষ করে বইয়ের সূচিপত্র অর্থাৎ সমগ্র সিলেবাস। ভালো হয় ওই বিষয়ে প্রকাশিত অন্যান্য আরো দুই একটি বই পাশে রেখে লক্ষ্য করা, সিলেবাসকে কোন বইতে কেমন ভাবে ভাঙ্গা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, সম্পূর্ণ সিলেবাস যদি নাও মেলে অর্থাৎ আই.সি.এস.ই, সি.বি.এস.ই সহ অন্যান্য বোর্ডের বই হলে সম্পূর্ণ নাও মিলতে পারে তবু তার সিলেবাস বা সূচিপত্রের সঙ্গে এই তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ খুবই জরুরি। হাতের কাছে কেমব্রিজ বা অন্য কোনো বিদেশি ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড স্কুলের বই সংগ্রহে রাখতে পারলে তা খুবই কাজের হয়।

এন.সি.ই.আর.টি প্রকাশিত বইগুলি স্বল্পমূল্যের আবার খুব কাজেরও। এতগুলো বইয়ের কথা বললাম, সবগুলো সম্ভব না হলেও, এর কয়েকটি সংগ্রহ করে তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে পারলে সিলেবাস বা কারিকুলাম এর সুন্দর একটি তুলনামূলক ছবি তৈরি হয়। সেশন শুরুর পূর্বে এই ছবি তৈরি হওয়া যেকোনো উন্নত মানের শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য এক অন্য মাত্রা প্রদান করে। বলাবাহুল্য, এই বই সংগ্রহের বিস্তার যত বৃদ্ধি পাবে, বই-এর সম্ভার যত বাড়বে, ততই সম্প্রসারিত হবে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্র। দৃষ্টিভঙ্গিতে আসবে স্বচ্ছতা, নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে মজবুত হবে ধারণা।

দ্বিতীয় : সমগ্র সিলেবাস মাসিক পর্বে ভেঙে নেওয়া –
গোটা সিলেবাসকে মাসিক পর্বে ভেঙে নেওয়ার পূর্বে একটা জরুরি কাজ হল ওই বইয়ের বিষয়বস্তু পাঠদান সম্পর্কে বোর্ড-এর কোনো নির্দেশিকা আছে কিনা তা পরিষ্কারভাবে জেনে নেওয়া। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সমস্ত নির্দেশিকাসমূহ পাঠ্যবস্তু, শিক্ষার্থীর বয়স, আচার-আচরণ, পরিবেশ প্রভৃতি নানারকম প্যারামিটারকে সামনে রেখে প্রস্তুত করা হয়। এটা অনুসরণ করা অপরিহার্য। সঙ্গে সঙ্গে সামনে রাখতে হবে বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার। গরম/বর্ষার ছুটি, পূজো/ঈদের ছুটির মতো বড়ো ছুটিগুলোকে কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীকে সক্রিয় রাখবেন সেটার পরিকল্পনা করতে হবে। সাধারণত প্রথম এককের পরীক্ষা এপ্রিলের শুরুতে, দ্বিতীয় একক আগস্ট এর শুরুতে এবং বার্ষিক পরীক্ষা ডিসেম্বর এর শুরুতে হয়। এগুলিকে সামনে রেখে এবার কোন পরীক্ষার জন্য সিলেবাস কথাটা রাখা যেতে পারে, এমনকি কোন মাসে কতটা পড়ানো হবে তাও ঠিক করে ফেলতে হবে এবং অতি অবশ্যই কোন যুক্তিতে পড়াশোনার এই পর্ব নির্মিত হয়েছে তা ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট পরিষ্কার করতে হবে। যাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরও মাইন্ড সেট তৈরি হয়। চিন্তা শুরু করেন শিক্ষক শিক্ষিকারা একের পর এক বিষয়গুলিকে যে যুক্তিতে পরপর রাখা হয়েছে তা আকর্ষণীয় করে তুলতে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। ইতিমধ্যে বছরের শুরুতে ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিয়ে খুব সহজ প্রাঞ্জল ভাবে নতুন বইতে কি আছে সে সম্পর্কে বলা। আগের ক্লাস বা শিক্ষার্থীর অধিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে সংযোগ ঘটনার দিকে সচেতন থাকতে হবে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে। কোনোভাবেই যেন বাড়তি বোঝা একবারের জন্যও না মনে হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে তাঁকে। কথাটা এক লাইনে বলা গেল বটে কিন্তু কাজটা করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই কঠিন কাজটি যদি বছরের শুরুতে যথাযথভাবে সেরে নেওয়া যায়, তাহলে বছরভর শিক্ষার্থী যেমন মজা পাবে ক্লাস করে, শিক্ষকের সহজ বিচরণ ততই বিস্তৃত হতে থাকবে। মনে হবে, সত্যিই স্কাই হ্যাজ নো লিমিট।

তৃতীয় : লেসন-প্ল্যান তৈরি করা – লেসন-প্ল্যান বা পাঠ পরিকল্পনা হল একজন শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে যা যা করবেন তার পূর্ব ভাবনা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর জ্ঞানের লেখচিত্রে কোন বিন্দু থেকে কোন বিন্দুতে পৌঁছবেন, কীভাবে পৌঁছবেন, তার বিশদ বিবরণ। বলা যায় শেখার গতিপথ । শিক্ষার্থীদের চাহিদার উপর নির্ভর করে তৈরি হবে এই লেসন প্ল্যান। ধরা যাক ক্লাস সেভেনের গণিত ক্লাসে বীজগণিতের সূত্রসমূহ ও তাদের প্রয়োগ এই অধ্যায়টি আপনি শুরু করবেন। স্বাভাবিকভাবেই আপনাকে মাথায় রাখতে হবে বীজগণিতের চলরাশি বা variable সম্পর্কে তাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার আছে কিনা। তারপর চারটি অপারেশন (বা প্রক্রিয়া) অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং সরল তারা কতটা বুঝেছে, সেটা দেখা। প্রতীক সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবলেম তাদের সলভ করতে দেয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকেও প্রবলেম বানাতে বলা। পূর্ব পাঠে সূচকের ধারণা, পূর্ণ সংখ্যা ও ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ, সদৃশ ও অসদৃশ পদ, তাদের একে অপরের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ-গুন- ভাগ ঠিক থাকলে দেখে নিতে হবে বহু পদ রাশিকে এক পদ রাশি দিয়ে ভাগ, দ্বিপদ রাশিকে অপর একটি দ্বিপদ রাশি দিয়ে গুণ ঠিকমতো করতে পারছি কিনা। এগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আপনাকে আগে থেকেই ভেবে রাখতে হবে যা দিয়ে তাদের মূল্যায়ন করা সহজ হবে। এখন আপনি অগ্রসর হতে পারেন যে অধ্যায়টি নিয়ে আপনি এগোবেন ভাবছেন সেটা নিয়ে। দুটি পদের সমষ্টি ও অন্তরের বর্গ নির্ণয়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং উদাহরণ সহযোগে বোঝালে পরিষ্কার হয়ে যাবে বিষয়টিতে শিক্ষার্থীরা কতখানি সড়গড় হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

চতুর্থ : উপকরণ সহযোগে হাতে-কলমে বোঝানো –
হাতের কাছে সহজলভ্য বস্তু দিয়ে বানিয়ে যদি দেখানো যায় বইয়ের পাতায় যা লেখা আছে তা কেবল মুখস্ত করার বিষয় নয় বরং দৈনন্দিন জীবনে ঘটে চলেছে এরকম একটি অতি সাধারণ বিষয়। সাধারণ কথাটা ইচ্ছে করেই বললাম যাতে করে সহজে নিতে পারে শিক্ষার্থীরা। ধরাই যাক না, অভিকর্ষ বোঝাতে গিয়ে আমরা হাতে ধরে থাকা একটি কলম বা স্কেল উপর থেকে ছেড়ে দিলাম সেটি নিচের দিকে পড়তে শুরু করল। খুব সাধারণ ঘটনা, ওকে বোঝাতে হলো না অভিকর্ষ কী। এরপর হালকা কলমটি কিছুটা উপর থেকে ওর মাথায় ফেলা হলো। সামান্য লাগলো। এবার আরেকটু উঁচু থেকে মাথায় ফেলা হল, ও নিজে থেকেই বলতে থাকবে, এবার একটু বেশি লেগেছে এবং আরো উঁচু থেকে ফেললে স্পিড বেড়ে যাচ্ছে, তাই আরো বেশি লাগবে। ওকে শুধু শুনিয়ে রাখতে হবে ত্বরণের জন্য এই স্পিড বেড়ে যাওয়া। বড় হয়ে যখন বইয়ের পাতায় নিউটনের গতিসূত্র পূর্বে তখন ছোটবেলার এই খেলা তার মনে পড়বে সে তখন আরো অনেক ভাবেই এটাকে দেখতে চাইবে এবং অবশ্যই খুঁজেও পাবে। শিক্ষকের কাজ পাশে থেকে ওকে উৎসাহ জোগানো এবং গভীরতর জ্ঞানের সন্ধান দেওয়া। বইয়ের পাতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই শেখা তার পর্যবেক্ষণ চিন্তা বিশ্লেষণ ও মননশক্তির বিকাশ ঘটায়।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে এবং মুখস্ত না করেও দীর্ঘস্থায়ী হয় এই শিক্ষা। শুধু তাই নয় উৎসাহী মন আরো নানান জিনিস সম্পর্কে জানতে উৎসুক হয় এবং শিক্ষকের সাহচর্য পাওয়ার চেষ্টা করে।

এই জন্য শিক্ষককে খুবই তৎপর হতে হয়, তাঁকে প্রতিনিয়ত ভাবতে থাকতে হয় কোন সাধারণ ঘটনা থেকে তার মনের জগতে ঢুকে পড়া যাবে। ক্লাসরুমের প্রতিটি আসবাবপত্র থেকে জ্যামিতিক চিত্রের ধারণা যেমন সরলরেখা, বক্ররেখা, কোণ, বৃত্ত, গোলক, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, আয়তঘন, ঘনক, চোঙ, শঙ্কু ইত্যাদি।

ঘরের কোণে বুদ্ধিমান মাকড়সার বোনা জালে ষড়ভুজের (hexagon) উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাতে পারি। প্রতি ছয়টি সুষম ষড়ভুজের (ঘরের) জন্য একটি ঘর কীভাবে ফ্রি পেয়ে যাচ্ছে মাকড়সা, তাও দেখানো যায় অতি সহজে। গল্পের ছলে বোঝাতে বোঝাতে একটা একটা গল্প শুনিয়ে দেয়া যেতে পারে। যুদ্ধে পরাজিত রাজা রবার্ট ব্রুস গুহায় লুকিয়ে থাকার সময় শিক্ষা নিয়েছিলেন এই মাকড়সার বুনন থেকেই। ওঠো-জাগো-লড়াই করো-জয় তোমার অবশ্যম্ভাবী। জিতেও ছিলেন রবার্ট ব্রুস। গল্পের মাঝে আবার চলেও আসতে পারেন মাকড়সার বুননশৈলীতে, ‘স্পাইডার ওয়েব’-এর কথায়। মাকড়সার জাল অত্যন্ত শক্ত কিন্তু খুবই নমনীয়। কৃত্রিম উপায়ে এই জালের নকশা বানাতে পারলে ফাইবারের বদলে তা ব্যবহার করা যাবে এমনকি মানবদেহে বিভিন্ন অস্ত্রোপচারেও এর ব্যবহার বাড়বে, বায়োনিক্সের জগতে নতুন বিপ্লব চলে আসবে৷ মানুষ যুগে যুগে প্রকৃতি থেকেই তো শিখেছে, উন্নতি করেছে। রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের এরোপ্লেন আবিষ্কার, জগদীশ চন্দ্র বসুর গাছের অনুভূতি আবিষ্কার কিংবা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কালিনের বিদ্যুৎ আবিষ্কার–আরো কত কি!

এ সমস্ত কাজের অনেকটাই হবে পূর্ব পরিকল্পিত, মনে রাখতে হবে কোথা থেকে কতদূর পর্যন্ত যেতে হবে যাতে করে খুদে পড়ুয়ারা তা থেকে মজা পেতে পারে এবং অর্জিত জ্ঞান বইয়ের পড়ার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এগিয়ে যেতে পারে। আর হ্যাঁ, পরিস্থিতি বুঝে কিছু কিছু টার্ম-এর ইংরেজি প্রতিশব্দও শিখিয়ে/লিখিয়ে দিতে হবে। পরবর্তীতে খুব কাজে লাগবে।

এ তো গেল প্রকৃতি এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু থেকে হাতে-কলমে শিক্ষা। এছাড়াও কম দামি, প্রায় ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র থেকে গণিতের নানা রকম ধারণা দেওয়া যেতে পারে এমন মডেল বানানো যেতে পারে। যেগুলো একজন শিক্ষক নিজেই ভাববেন এবং বের করবেন পড়ুয়াদেরকে আনন্দ দিতে কি কি উপায় উপকরণ কাজে লাগানো যায়। কাজের সুবিধার্থে ছোট্ট একটি তালিকা এখানে সংযোজন করা হল –

১) যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ [নাম্বার লাইনে, রঙিন চার্ট পেপার এবং দেশলাই কাঠির সাহায্যে

২) ভগ্নাংশ এবং তার যোগ-বিয়োগ, দশমিক ও শতকরা (কাগজ কেটে কিংবা বোর্ডে এঁকে)

৩) বর্গ ও বর্গমূল (ক্যালেন্ডার-এর সংখ্যাকেটে কিংবা বোর্ডে)

৪) লসাগু ও গসাগু-এর ব্যবহারিক প্রয়োগ
(বস্তুর সাহায্যে কিংবা বোর্ডে এঁকে)

৫) সূচক (বোর্ডে লিখে/এঁকে)

৬) জ্যামিতির ধারণা – বিন্দু, রেখা, কোণ এবং বিভিন্ন আকার ও আকৃতি (কাঠির সাহায্যে , থার্মোকল কিংবা কাগজের সাহায্যে)

৭) পরিসীমা ও ক্ষেত্রফলের ধারণা [আয়তক্ষেত্র /বর্গক্ষেত্র /বৃত্ত] (কাগজ কেটে বোর্ডে এঁকে কিংবা থার্মোকলের সাহায্যে)

৮) বীজগাণিতিক ধারণা – চলরাশি ও তার যোগ - বিয়োগ - গুন - ভাগ (ছবি বা বস্তুর সাহায্যে কিংবা বোর্ডে এঁকে)

৯) বীজগাণিতিক সূত্র (কাগজ কেটে, থার্মোকলের সাহায্যে কিংবা বোর্ডে এঁকে)

১০) ত্রিভুজ চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ ষড়ভুজ থেকে বহুভুঝের কোণের সমষ্টি নির্ণয়

চলতি নিবন্ধে অনেক বড়ো বড়ো কথা বলা হয়েছে, যা শিক্ষক হিসেবে আমি এক্সিকিউট করতে পারিনি। কিন্তু তাই বলে কি বলবো না! আমি ভেবেছি, না তা নয়, বরং আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রিয় ছাত্রসমাজের জন্য পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। এর জন্য প্রয়োজন নিরলস অধ্যবসায়, নতুন নতুন আবিষ্কার জানার স্পৃহা, জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলা। যিনি পড়াবেন তিনি বেশি পড়বেন–এই নীতিতে নিয়মিত অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে তোলা। কখনও এমন হতেই পারে যে শিক্ষার্থী একটি প্রশ্ন করেছে, তা জানা নেই। কোনোরকম রাখঢাক না করে ওকে বলা এবং সেই সম্পর্কে জেনে ছাত্রের সঙ্গে আলোচনা করা। ছাত্রকেও বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর করতে বলা যেতে পারে। এমনকি ছাত্রের দেওয়া তত্ত্ব বা তথ্য বেশি গ্রহণযোগ্য হলে তার স্বীকৃতি দেওয়া এবং তার জন্য তাকে বাহবা দেওয়া, মাঝেমধ্যে উপহার দেওয়াও যেতে পারে। এতে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আস্থা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। নৈতিক গুণের অধিকারী হওয়ার যে শিক্ষা তাও সে এখান থেকে শেখে।

শেষ কথা বলব, নিজেকে নিজের মূল্যায়ন। দিনের শেষে সারাদিনের কাজকর্মকে আয়নার সামনে ধরলে (রি-ক্যাপিচুলেশন) জানা যায়, তা কতখানি নিখুঁত হতে পেরেছে। আত্মমূল্যায়নের গুরুত্ব প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পূর্ণ শিখন প্রক্রিয়া কার্যকর হয় সফল শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। বিশিষ্ট শিক্ষা মনোবিদ Wong বলেন, শিক্ষক হিসেবে আপনি আপনার শিক্ষার্থীর স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করুন। এতে আপনি এমন এক শিক্ষার্থী পাবেন, যে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান,গণিত সব শিখবে, নিজের কাজও করবে আবার আপনাকেও খুশি রাখার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা চালাবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষকের আদর্শ বলতে গিয়ে বলছেন, একদিন বুদ্ধদেব বলেছিলেন, “আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করিব। দুঃখ তিনি সত্যিই দূর করতে পেরেছিলেন কিনা সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন। সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।

মাধ্যমিক প্রস্তুতি ২০২৫

অধ্যায়: উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র

১. ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্রের প্রয়োজনীতা লেখো।
ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র থেকে কোন স্থানের বহু বিষয় সম্পর্কে নানান তথ্য জানা যায়। যেমন -
ক. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার ভিত্তিতে কোন স্থানের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।
খ. কোন স্থান কোন রাজ্যের, কোন জেলায়, কোন মহকুমায় অবস্থিত তা জানা যায়।
গ. কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিষয়গুলি যেমন -ভূপ্রকৃতি নদনদীর জলাশয় স্বাভাবিক উদ্ভিদ এবং সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি যেমন- জনবসতি পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা ধর্ম ও প্রভৃতি সম্পর্কে বিশদ তথ্য আহরণ করা যায়।
ঘ. ভূবৈচিত্রসূচক মানচিত্র থেকে প্রাকৃতিক ও সংস্কৃতিক উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়।
ঙ. কোন অঞ্চলের মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে জানতে গেলে, তাদের সুবিধা অসুবিধা বিভিন্ন সমস্যা বুঝতে গেলে এবং ওই সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে ভূবৈচিত্র সূচক মানচিত্র পাঠ একান্ত প্রয়োজন।
চ. নতুন জনবসতি ও শিল্প স্থাপন বা তৈরি খাল খনন সড়ক পথ রেলপথ নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মানচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।
ছ. সামরিক উদ্দেশ্যে ও ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. ভূবৈচিত্রসূচক বা টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা কর।
গ্রিক শব্দ “ট্রপোস” কথার অর্থ ‘স্থান’ এবং ব্যাপকতার অর্থ আকা। এই দুই শব্দের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে টোপোগ্রাফিক্যাল।
বৈশিষ্ট্য -
ক. স্কেল - এই মানচিত্রে কতগুলি নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে আঁকা হয়। যেমন - 1:50,000, 1:2,50,000 ইত্যাদি।
খ. বিস্তার- এই মানচিত্রের নির্দিষ্ট অক্ষাংশ গত ও দ্রাঘিমাংশগত বিস্তার থাকে।
গ. প্রতীক চিহ্ন - এই মানচিত্রের প্রচলিত নির্দিষ্ট প্রতীক চিহ্ন ও রঙের সাহায্যে মানচিত্রে প্রাকৃতিক ও সংস্কৃতিক বিষয়গুলি চিত্রায়িত করা হয়।
ঘ. সূচক সংখ্যা - প্রত্যেক টপো মানচিত্রের একটি নির্দিষ্ট সূচক সংখ্যা থাকে। যেমন - 72B/4, 73B/16।
ঙ.উপাদান - এই মানচিত্রে ভূপ্রকৃতি নদনদীর স্বাভাবিক উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা জনবসতি প্রকৃতি সাংস্কৃতিক উপাদান উপস্থাপন করা হয়।
চ. প্রকাশনা- ভারতবর্ষের সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই মানচিত্র প্রস্তুত করে ও প্রকাশ করে।

৩. উপগ্রহ চিত্রের সুবিধা অসুবিধা গুলি উল্লেখ কর।

----সুবিধা---

ক. তথ্যসংগ্রহ - উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে দুর্গম অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করা যায় যেখানে উক্ত তথ্যাদি পাওয়া সহজ সাধ্য নয়।
খ. আবহাওয়ার পূর্বাভাস - উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে আবহাওয়া ঘূর্ণবাতের গতিপথের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।
গ. সাশ্রয়কর- লোক মারফত জমি জরিপে বিশাল অর্থ ব্যয় হয় এবং সময়ের অপচয় ঘটে এবং তাতেও সব সময় নিখুঁত তথ্য পাওয়া যায় না।
ঘ. রিমোর্ট সেনসিং সমস্যা দূরীকরণ - অনেক সময় মেঘে ঢাকা অবস্থায় উপগ্রহ চিত্র পাওয়া যায় না কিন্তু বর্তমানে মাইক্রোওয়েভ সেন্সরের সাহায্য চিত্রগ্রহণ করার ফলে রিমোট সেন্সিংয়ের এই অসুবিধা দূর হয়েছে।
ঙ. আঞ্চলিক সমীক্ষার ব্যাপকতা- কিছু কিছু স্যাটেলাইট চিত্র বিশাল এলাকাকে একটি দৃশ্য ধরে রাখতে পারে যেমন সিনপটিক ভিউ- 23cm×23cm কম মাপের একক চিত্র বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্রদর্শন করে।
চ. দ্রুত বিশ্লেষণ - উপগ্রহ চিত্রে তথ্যাদি ডিজিটাল ফর্মে পাওয়া যায় তাই এর দ্বারা কম্পিউটারের বিশ্লেষণ দ্রুত করা সম্ভব।

-অসুবিধা -

ক. উচ্চতা নির্ণয়ে সমস্যা -এর দ্বারা বস্তুর উচ্চতা নির্ণয় করা যায় না।
খ. সমীক্ষাগত অসুবিধা - ভূমির অংশবিশেষের অনুপর্যায় সমীক্ষা সম্ভব নয়।
গ. পৃথকীকরণে সমস্যা - একই ধরনের দুটি বস্তুর পৃথকীকরণ ও ব্যাখ্যা অনিশ্চিত অসুবিধা জনক হয়ে দাঁড়ায়।
ঘ. প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা - মেঘাচ্ছন্নতার কারণে মাইক্রোওয়েভ সেন্সর ছাড়া তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় না।
ঙ. ব্যয়বহুল - এর প্রাথমিক ব্যয় বেশি বলে অধিকাংশ দেশ এই ব্যবস্থা স্বনির্ভর নয়।
চ. ব্যবহারে জটিলতা - উপগ্রহ চিত্র সংগ্রহ ও উপলব্ধি করতে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত হওয়া প্রয়োজন। সঠিক জ্ঞানের অভাবে এই চিত্রের ব্যাখ্যা ভুলও পারে। তাই ব্যবহারে জটিলতার কারণে সকলে এই চিত্র বুঝতে ব্যর্থ হতে পারে।

৪. সান- সিনক্রোনাস উপগ্রহ ও জিও - স্টেশনারি উপগ্রহের পার্থক্য লেখো।
ক. অবস্থান - সান- সিনক্রোনাস উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে ৬০০ থেকে 1000 কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থান করে।
·জিও স্টেশনারি উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬০০ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে অবস্থান করে।
খ. পরিক্রমণের দিক - সান- সিনক্রোনাস উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু বরাবর পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমণ করে।
·জিও স্টেশনারি পশ্চিম থেকে পূর্বে নিরক্ষরেখা বরাবর পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমণ করে।
গ. পরিচিতি - সান- সিনক্রোনাস উপগ্রহকে বলা হয় নিয়ার পোলার স্যাটেলাইট (NEAR POLAR SATELLITE)
· জিও স্টেশনারি উপগ্রহকে বলা হয় ইকুইটোরিয়াল অরবিট স্যাটেলাইট (EQUATORIAL ORBIT SATELLITE)
ঘ. ব্যবহার - সান সিনক্রোনাস উপগ্রহ পৃথিবীর সম্পদ সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়।
·জিও ষ্টেশনারি উপগ্রহ আবহাওয়া ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ঙ. উদাহরণ - সান সিনক্রো নাস উপগ্রহের উদাহরণ হল IRS, SPOT, LANDSAT উপগ্রহ।
·জিও ষ্টেশনারি উপগ্রহের উদাহরণ হল - INSAT, GMS, GOES-E সিরিজের উপগ্রহ।

প্রস্তুত করেছেন

সৌনাভ মান্না
প্রিন্সিপাল, সাউথ পয়েন্ট ইনস্টিটিউট, হাওড়া

কেরিয়ারে সফলতা পেতে করণীয় বিষয়সমূহ

হাসিবুর রহমান
ডব্লুবিসিএস

সফল কেরিয়ার তথা সফল জীবন গড়ার জন্য প্রয়োজন শিক্ষাজীবনেই যথাযথ পরিকল্পনা ও সে অনুসারে কাজ করা। কেরিয়ারে সফলতার জন্য যেগুলি করতে পারেন তা নিম্নে আলোচনা করা হল-

প্রতিভা এবং দক্ষতা: কেরিয়ারে সফলতার জন্য প্রয়োজন এই সহজাত প্রতিভাকে খুঁজে বের করা। নিজের আগ্রহের বাইরে কোনো পেশায় সফল হওয়া স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালানোর মত পণ্ডশ্রম। কারও কারও একাধিক বিষয়ে আগ্রহ থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোনো কিছুকে চূড়ান্ত না ধরে সেগুলোকেও পরিকল্পনাতে রাখতে হবে এবং নিয়মিত পরিচর্যা করতে হবে। নিজের আগ্রহের বিষয়কে খুঁজে বের করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় আত্ম পর্যালোচনা এবং নির্দিষ্ট কিছু নির্ধারিত ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় নিজের অবস্থান নির্ধারণ। কেরিয়ার নির্ধারণের সময় সফলতা, ট্রেন্ড ইত্যাদি না দেখে আগ্রহকে প্রাধান্য দিতে হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ: নিজের অবস্থান নির্ধারণ এবং কেরিয়ার গঠনের একাধিক পথ উদ্ভাবন করার পর, পরবর্তী সময়ের কাজ জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা। হয়তো কারও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহ এবং কিছুটা সহজাত পারদর্শিতা আছে । সে কারণে সে কেরিয়ার তৈরির প্রথম ধাপে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে কেরিয়ার তৈরির কথা মাথায় রাখতে পারে। কেরিয়ার তৈরির দ্বিতীয় ধাপে তাকে নির্ধারণ করতে হবে সে প্রোগ্রামার হবে , প্রকৌশলী হবে , নাকি তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্য কোনো দায়িত্ব পালন করবে। কারও যদি অন্যের সেবা করার প্রতি আগ্রহ থাকে, চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে আগ্রহ থাকে তাহলে সে চিকিৎসাক্ষেত্রে কেরিয়ার তৈরির সিদ্ধান্ত নিতে পারে। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নৈতিকভাবে সৎ থাকাটাও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ।

স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পরের ধাপ হলো পরিকল্পনা গ্রহণ। স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী দুই ধরনের পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে হবে।পরিকল্পনা হতে হবে সুনির্দিষ্ট , যথাযথ এবং অর্থবোধক। এ ধাপে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি করতে চাই, কিভাবে করতে চাই,কখন করতে চাই। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা হতে পারে চলতি বছরে চূড়ান্ত পরীক্ষায় কেমন ফলাফল চাও তা নির্ধারণ এবং কিভাবে সেই লক্ষ্য পূরণ করবে তার পরিকল্পনা।
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হতে পারে আগামী পাঁচ বছর বা দশ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চাও সে সম্পর্কে পরিকল্পনা ইত্যাদি।পরিকল্পনা গ্রহণের সময় খেয়াল রাখতে হবে নিজের অবস্থান, নিজের বা পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক প্রয়োজন এবং সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি। দীর্ঘ পরিকল্পনার আরেকটি দিক হলো পথ চলার জন্য একটি আদর্শকে গ্রহণ করা। এ উদ্যেশ্যে কেরিয়ার গঠনের পরিকল্পনার পাশাপাশি চরিত্র গঠন এবং উন্নয়নের জন্যও আলাদা পরিকল্পনা করা।

মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার: কেরিয়ার গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। পুঁথিগত বিদ্যার পাশপাশি প্রয়জন প্রচুর পরিমানে ব্যবহারিক শিক্ষায় দীক্ষীত হওয়া। কেরিয়ারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কাজে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তোলো। শুধু পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই পড়াশুনা কে সীমাবদ্ধ করে রেখো না। সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, ও দর্শন বিষয়ে বই পড়ার অভ্যাস করো । ক্লাসের ভালো ফল সফল কেরিয়ার গড়তে সাহায্য করে। তাই এ বিষয়েও মনোযোগী হতে হবে । অর্জিত জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত বন্ধু।

সময়ের সর্বোচ্চ সদব্যবহার: সময়কে যে যেভাবে ব্যবহার করে তার জীবন সেভাবে গড়ে ওঠে। ছাত্রজীবনে সময়ের সদব্যবহার করতে ব্যার্থ হলে সফল কেরিয়ার তথা সফল জীবন গড়া সম্ভব হয় না। সময়ের কাজ যথাসময়ে না করে ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা কেরিয়ার সফলতা লাভের বিরাট অন্তরায়। প্রয়োজন সময়ের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা।

বুঝে পড়ি ডাক্তারি

MBBS/BDS/BAMS/MD/MS/DNB

দেশে বিদেশে মেডিকেল কলেজ/ ইউনিভার্সিটিতে

ভর্তির সু-পরামর্শ

9804281628 /8100057613

CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE

Park Circus Kolkata

www.checkmatecareer.com

ভবিষ্যতের ভাবনায় ভর্তি

রোনাল্ডোদের ড্যানিশ চ্যালেঞ্জ, জার্মানির সামনে ইতালি

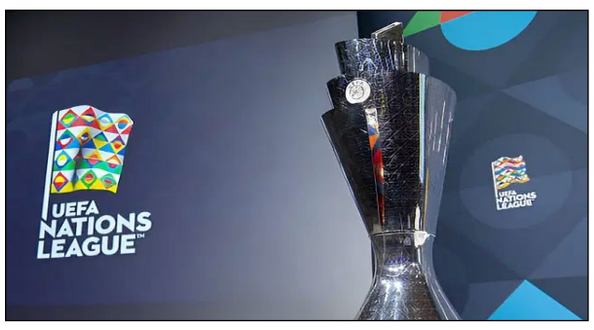

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা নেশনস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের ৮ দল নিশ্চিত হয়েছে কদিন আগে। সেই লড়াইয়ে কে কার মুখোমুখি হবে, তা ঠিক হয়ে গেছে আজ। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল পেয়েছে ডেনমার্ককে। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন স্পেন খেলবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। কিলিয়ান এমবাপ্পের ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ লুকা মদরিচের ক্রোয়েশিয়া। আরেক কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হবে সাবেক দুই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি-ইতালি। সুইজারল্যান্ডের নিয়নে আজ শেষ আটের ড্র অনুষ্ঠান হয়েছে। ড্রতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া চার দলকে এক পটে, গ্রুপ রানার্সআপ হওয়া চার দলকে আরেক পটে রাখা হয়। নিজেদের গ্রুপ থেকে সেরা হয়েছিল ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন ও জার্মানি। ফরাসিরা একটি ম্যাচ হারলেও অন্য তিন দল অপরাজিত থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। অন্যদিকে নিজেদের গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হয়ে শেষ আটে জায়গা করে নেয় ডেনমার্ক, ইতালি, নেদারল্যান্ডস ও ক্রোয়েশিয়া। কোয়ার্টার ফাইনালগুলো হবে দুই লেগের। প্রথম লেগ আগামী বছরের ২০ মার্চ, ফিরতি লেগ ২৩ মার্চ। অর্থাৎ রোনাল্ডো দেশের হয়ে যখন পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নামবেন, তত দিনে তাঁর বয়স ৪০ বছর পেরিয়ে যাবে। প্রথম লেগ হবে গ্রুপ পর্বে রানার্সআপ হয়ে শেষ আটে জায়গা করে নেওয়া দলগুলোর মাঠে। স্পেন-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দুটিকে প্রথম, ফ্রান্স-ক্রোয়েশিয়াকে দ্বিতীয়, পর্তুগাল-ডেনমার্ককে তৃতীয় এবং জার্মানি-ইতালির ম্যাচ দুটিকে চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি

স্পেন-নেদারল্যান্ডস
ফ্রান্স-ক্রোয়েশিয়া
পর্তুগাল-ডেনমার্ক
জার্মানি-ইতালি

সেমিফাইনাল দুটি হবে ৪ ও ৫ জুন। প্রথম সেমিফাইনালে স্পেন অথবা নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স অথবা ক্রোয়েশিয়া। আর পর্তুগাল অথবা ডেনমার্ক প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে জার্মানি অথবা ইতালিকে। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ ও ফাইনাল হবে একই দিনে—৮ জুন।

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে আরও জনপ্রিয় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করে তুলতে ২০১৮ সালে প্রীতি ম্যাচের পরিবর্তে নেশনস লিগ চালু করে ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা, যেখানে অংশ নেয় উয়েফার সদস্যভুক্ত সব কটি (৫৫) দেশ। তবে ২০২২ সালে ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসনের জেরে রাশিয়াকে সব ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নেশনস লিগের ২০১৮-১৯ মৌসুমে রোনাল্ডোর পর্তুগাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এরপর ২০২০-২১ মৌসুমে ফ্রান্স এবং সর্বশেষ ২০২২-২৩ মৌসুমে শিরোপা জেতে স্পেন।

পুলিশের উদ্যোগে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ ডায়মন্ড হারবারে

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা: হা:

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার অ্যাডিশনাল এসপির উদ্যোগে শুক্রবার দিন ডায়মন্ড হারবার হাই স্কুল মাঠে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হয়। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এডিশনাল এসপি মিথুন কুমার দের উদ্যোগে এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ হয় ।সাংবাদিক একাদশ ও ডায়মন হারবার অ্যাডিশনাল এসপি একাদশ এবং ডায়মন্ড হারবার আইনজীবী একাদশ। এই প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে জয়লাভ করে ডায়মন হারবার অ্যাডিশনাল এসপি একাদশ ।এই খেলাতে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার অ্যাডিশনাল এসপি মিথুন কুমার দে, ডায়মন্ড হারবার পুলিশের জেলার এসডিপিও ও একাধিক থানার ওসিআইসিরা।

গলসির পুরসায় ফুটবল খেলার চতুর্থ দিনে জয়ী বাঁশকোপা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পুরসা অগ্রগামী যুব সংঘের আয়োজনে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতার চতুর্থ দিনের খেলায় জয়ী হয়েছে বাঁশকোপা প্রভাত সংঘ। এদিন তারা ৩-১ গোলে কালনা আরিয়ান একাদশকে পরাজিত করে। জানা গেছে, গত ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিদিন দর্শকরা খেলার উত্তেজনা উপভোগ করছেন। চতুর্থ দিনের খেলায় বাঁশকোপা ও কালনা মুখোমুখি হয়। খেলার শুরু থেকেই দর্শকদের মধ্যে ছিল বেশ উন্মাদনা। ম্যাচের ১৭ মিনিটে বাঁশকোপার খেলোয়াড় বিকাশ মাঝি প্রথম গোলটি করে দলকে এগিয়ে নেন। প্রথমার্ধে ফলাফল ছিল ১-০। দ্বিতীয়ার্ধে কালনা একাধিক সুযোগ সৃষ্টি করলেও গোল করতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, বাঁশকোপার কালু মাঝি ১৫ মিনিটে আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ান। ২৪ মিনিটে ফের বিকাশ মাঝি নিজের দ্বিতীয় এবং দলের তৃতীয় গোলটি করেন। ২৭ মিনিটে কালনার অভিজিৎ হাঁসদা একটি গোল শোধ করেন। কিন্তু সেটি দলকে বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধের শেষে খেলার চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ায় ৩-১। খেলার সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হন বাঁশকোপার বিকাশ মাঝি।

পার্থ টেস্টে ৭৬.৪ ওভারে পড়ল ১৭ উইকেট, দুই দলের মিলিত রান ২১৭

আপনজন ডেস্ক: পার্থে আম্পায়াররা দিনের খেলা শেষ ঘোষণার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ লাসিথ মালিঙ্গার ঘোষণা, 'যশপ্রীত বুমরা বিশ্বসেরা।' প্রথম দিনের খেলা শেষ হওয়ার ১১ মিনিট আগে দিনের শেষ উইকেটটি নেন বুমরা। এবার শিকার অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। সব মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে বুমরার চতুর্থ উইকেট। ভারতীয় পেসার কেমন বোলিং করেছেন সেটি বোঝা যায় ধারাভাষ্যকক্ষে মার্ক ওয়াহর কথায়। অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তির মনে হয়েছে, বুমরা তাঁর প্রতিটি ডেলিভারিতেই উইকেট পাবেন! দিনের শেষ বলটাও তো সেরকমই ছিল, যেটা তিনি করেছিলেন মিচেল স্টার্ককে। সদ্যোজাত সন্তানের পাশে থাকার জন্য রোহিত শর্মা এখনো অস্ট্রেলিয়ায় যাননি বলে পার্থে আজ শুরু হওয়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম টেস্টে ভারতের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বুমরাই। শেষ বলটা করার আগে বেশ খানিকটা সময় নিয়ে ফিল্ডিং সাজালেন। লেগ সাইডে নিলেন বাড়তি ফিল্ডার। যার মানে স্টার্ককে তিনি ইঙ্গিত দিলেন, শর্ট ডেলিভারি দেবেন। কিন্তু হলো কী, বুমরা অফ সাইডে দিলেন স্লোয়ার। কিছুটা হতচকিত স্টার্ক রক্ষণ করতে গিয়ে দিলেন ফিরতি ক্যাচ। একটু সামনে পড়ায় সেটা অবশ্য নিতে পারেননি বুমরা। তাহলে তো ৫ উইকেট নিয়েই দিনের খেলা শেষ করতেন। সেটা হয়নি, কিন্তু বুমরার দুর্দান্ত বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানে অলআউট হয়েও পার্থ টেস্টের প্রথম দিনটি ভারতের। দুই দলের দুই ইনিংস মিলিয়ে প্রথম দিনে উইকেট পড়েছে মোট ১৭টি। কোন দল কত স্কোর করল, তাঁর চেয়ে সম্ভবত দুই দলের মোট ৭ পেসারের বোলিংয়েই বেশি আগ্রহ ছিল সবার। কারণ-গতি, সিম মুভমেন্ট, সুইং ও বাউন্সের মিশ্রণে টেস্টে দেখার মতো এক দিনই কাটল পার্থে। তবু আনুষ্ঠানিকতা বিচারে জানিয়ে রাখতেই হয়, ভারত প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে অলআউট হওয়ার পর ৭ উইকেটে উইকেটে ৬৭ রানে দিনের খেলা শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। সাতে নামা শেষ স্বীকৃত ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারির (১৯ *) সঙ্গে ক্রিজে আছেন নয়ে নামা মিচেল স্টার্ক (৯ *)। এমন একটি আগুনঝরা বোলিংয়ের দিনে রেকর্ড হবে না, তা হতে পারে না। ১৯৫২ সালের পর গত ৭২ বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টের প্রথম দিনে আজই প্রথমবারের মতো ১৭ উইকেটের পতন দেখা গেল। এমন পতনের দিনে প্রথম ঝড়টি গিয়েছে ভারতের ওপর দিয়ে। টার্ক-হ্যাজলউড-কামিন্স-মার্শদের যৌথ প্রযোজনায় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিজেদের ইতিহাসে যৌথভাবে সর্বনিম্ন স্কোরের ধাক্কা খেয়েছে ভারত। ২৪ বছর আগে সিডনি টেস্টে ম্যাকগ্রা-লি'দের তোপে পুড়ে প্রথম ইনিংসে এই ১৫০ রানেই অলআউট হয়েছিল সফরকারীরা। চলতি বছর টেস্টে ভারতের ব্যাটিংও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এ বছর এই নিয়ে ৫ বার ১৬০ রানের নিচে অলআউট হলো ভারত। এক পঞ্জিকাবর্ষে ভারত ১৬০ রানের নিচে সর্বশেষ এর চেয়ে বেশিবার অলআউট হয়েছে ৬৫ বছর আগে। ভারতের অলআউট হওয়ার প্রসঙ্গ ধরেই বলা যায়, আজ যে এমন কিছু হতে পারে সেটি আঁচ করা গিয়েছিল দিনের খেলার শুরুতেই। মিচেল স্টার্কের করা তৃতীয় ওভারে দিনের প্রথম আক্রমণাত্মক শটে (অন দ্য আপ ড্রাইভ) গালিতে ক্যাচ দেন যশস্বী জয়সোয়াল। মাঝে ৭ ওভার পরই আরও একটি ক্যাচ, এবার হ্যাজলউডের শিকার দেবদূত পাড়িক্কাল, ক্যাচ গেল উইকেটকিপার ক্যারির গ্লাভসে। ধারাভাষ্যকার তখন বলে চলছেন, 'ইউ ডোন্ট ড্রাইভ অন দ্যাট লেংথ ইন পার্থ।' কারণ? বল উঠছিল বেশ। ড্রাইভ করার লেংথ কিংবা আরেকটু পেছনে পড়া বল দেখে লোভাতুর হতে গেলেই সর্বনাশ! অস্ট্রেলিয়ার এই ভালো শুরুর মধ্যেই অপ্টাস স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে ততক্ষণে হাজার পঁচিশেক দর্শক জমে গেছে। তাঁরা নিশ্চয়ই মর্মে মর্মে 'উপভোগ' করেছেন ভারতের এবারের সফরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মানুষটির আউট। বিরাট কোহলি! মাত্র ১২ বলে ৫ রান করা কোহলিকে একটুর জন্যও স্বস্তিতে থাকতে দেখা যায়নি। হ্যাজলউডের তেমনই এক অস্বস্তিকর বাউন্সে 'ছাড়ব না খেলব' দ্বিধায় ভুগে শেষ মুহূর্তে ব্যাট ছুঁইয়ে বল প্রথম স্লিপে পাঠিয়ে ফেরেন কোহলি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তখন রসিকতার রোল উঠেছে, কোহলি যত রান করলেন, তাঁকে নিয়ে তাঁর বেশি আর্টিকেল লেখা হয়েছে! বুমরা-কামিন্স মনে করিয়ে দিচ্ছেন আকরাম-ওয়ালশকে লাঞ্চের বিরতির আগে লোকেশ রাহুলের আউটটি নিয়ে এক পশলা বিতর্কও হয়েছে। বল ব্যাটে লেগেছিল কি না, তা নিয়ে। অস্ট্রেলিয়া রিভিউ নিয়ে তাঁকে ফেরালেও মুখে অসন্তোষের ছাপটা হয়তো গ্যালারির দূরতম জায়গা থেকেও বোঝা গেছে। ৪ উইকেটে ৫১ রানে ভারত লাঞ্চ থেকে ফেরার পর এই ইনিংসের গল্পের বাকিটাও গড়িয়েছে একই পথে। শুধু ঋষভ পন্ত ও নীতিশ রেড্ডি ষষ্ঠ উইকেটে ৮৫ বলে ৪৮ রানের জুটিতে বিপরীত স্রোতের নায়ক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। ৩৭ রান করা পন্ত ও ৪১ করা নীতিশ ওই সময় না দাঁড়ালে ভারতের ইনিংস হয়তো এক শও পার হতো না!

যেমনটা মনে হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসেও। ভারতের মতোই তৃতীয় ওভারে ফিরেছেন অভিষিক্ত নাথান ম্যাকসোয়েনি। এলবিডব্লু এবং বোলার? কে আবার, বুমরা! নিজের প্রথম ৬ ওভারের স্পেলে আরও ২টি উইকেট নিয়েছেন বুমরা। সেটাও হ্যাটট্রিকের সুযোগ তৈরি করে! ষষ্ঠ ওভারের চতুর্থ বলে স্লিপে তাঁর শিকার উসমান খাজা। পরের বলে স্কিড করানো দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে এলবিডব্লু স্টিভ স্মিথ। গোল্ডেন ডাক! স্মিথের জন্য বিরল অভিজ্ঞতাই। ১০ বছর পর টেস্টে তাঁর গোল্ডেন ডাক। বুমরাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন দুই পেসার মোহাম্মদ সিরাজ ও অভিষিক্ত হর্ষিত রানা। ১৩ বল খেলার মধ্যেই বিপজ্জনক হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়া ট্রাভিস হেডকে দারুণ ডেলিভারিতে বোল্ড করেন হর্ষিত। মাঝে তিন ওভারের বিরতিতে মারনাস লাবুশেন ও মিচেল মার্শকে ফিরিয়েছেন সিরাজ। তৃতীয় স্লিপে মার্শের যে ক্যাচটি লোকেশ রাহুল নিয়েছেন সেটি যে কারও জন্যই লোভনীয়। কোহলির হিংসা হতে পারে সবচেয়ে বেশি। তিনি যে লাবুশেনের ক্যাচ ছেড়েছেন স্লিপে। দিনটা মোটেও ভালো যায়নি তাঁর। কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটের দর্শকদের জন্য এমন দিনই তো কাঙ্ক্ষিত। আগুন (পেস) ও পানির (ডিফেন্স) এই দিনে আপাতত জয়টা হলো আগুনেরই!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত প্রথম ইনিংস: ৪৯.৪ ওভারে ১৫০ (নীতিশ ৪১, পন্ত ৩৭, রাহুল ২৬, জুরেল ১১; হ্যাজলউড ৪/২৯, মার্শ ২/১২, স্টার্ক ২/১৪, কামিন্স ২/৬৭)।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস: ২৭ ওভারে ৬৭ / ৭ (ক্যারি ১৯ *, হেড ১১, ম্যাকসোয়েনি ১০; বুমরা ৪/১৭, সিরাজ ২/১৭)।

শেবাগের ছেলের ব্যাটে ২৯৭ রান, বাবা বললেন ফেরারি মিস করলে

আপনজন ডেস্ক: 'ভালো খেলেছ আর্যবীর শেবাগ। ২৩ রানের জন্য ফেরারিটা মিস করলে। কিন্তু ভালো করেছ, ভেতরকার এই আগুনটা ধরে রাখো এবং আরও অনেক বড় সেঞ্চুরি, ডাবল ও ট্রিপল করো। খেলে যাও'—বীরেন্দর শেবাগের আজকের ইনস্টাগ্রাম পোস্ট। আর্যবীর শেবাগ, নামেই নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছেন পরিচয়। হ্যাঁ, ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান বীরেন্দর শেবাগের বড় ছেলে। কথায় আছে না, বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেই পরিচয়। আর্যবীরের ব্যাটিংয়েও তেমনি 'নজফগড়ের নবাব' এর ছাপটা স্পস্ট। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ের চার দিনের টুর্নামেন্ট কুচবিহার ট্রফিতে দিল্লি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে মেঘালয়ার বিপক্ষে গতকালই ডাবল সেঞ্চুরি পেয়ে গিয়েছিল আর্যবীর। আজ ম্যাচের তৃতীয় দিনে সুযোগ ছিল সেটাকে ট্রিপল সেঞ্চুরি বানানোর। কিন্তু খুব কাছে গিয়েও

হলো না। ২৯৭ রানে রুদ্র সিং রাঠোরের বলে বোল্ড হয়ে ফিরতে হয়েছে তাকে। তবে ফেরার আগে ব্যাটিংটা করে গেছে সে বাবার মতোই। ৩০৯ বলে ২৯৭ রানের এই ইনিংসে ছক্কা ছিল ৩টি, চার ৫১টি। স্ট্রাইক রেট ৯৬.১২। ইনিংসে বাউন্ডারির পরিমাণ ৭৪.৭৫%। ১৮৬ বল ডট দিলেও ৬৩টি সিঙ্গেল ও ৬ বার ২ রান নিয়ে প্রান্ত অদল-বদলেও পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে ১৭ বছর বয়সী আর্যবীর।

শুধু ট্রিপল সেঞ্চুরি না পাওয়ার জন্য নয়, আর্যবীরের আফসোস হতে পারে আরও একটি কারণে। ২০১৫ সালে ভারতের সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আর্যবীরের বাবা এবং ক্রিকেট ইতিহাসেরই সবচেয়ে বিধ্বংসী ওপেনারদের একজন শেবাগ একটি তথ্য জানিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বলেছেন, 'স্কুলের ক্রিকেটেও যদি ৩১৯ রান পেরোতে পারো, তাহলে ফেরারি উপহার দিব।'

৩১৯? শেবাগের ভক্ত হলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন, টেস্টে ১৮০ ইনিংসে ৪৯.৩৪ গড়ে ৮২.২৩ স্ট্রাইক রেটে ৮৫৮৬ রান করা সাবেক এই ওপেনারের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস সেটি। অর্থাৎ বাবাকে টপকে যেতে পারলে ফেরারি গাড়ি উপহার পেত আর্যবীর। কিন্তু ২৩ রানের দূরত্বে থেকে আউট হওয়ায় সেটি হলো না। রসিকতাপ্রিয় শেবাগ তাঁর সন্তানকে ব্যাপারটি মনে করিয়ে দিয়েই উৎসাহ দিয়েছেন ইনস্টাগ্রাম পোস্টে।

রাহুলের বিতর্কিত আউট!

'প্রতারণা': মাঞ্জরেকার, 'কৃপণতা': লেম্যান

আপনজন ডেস্ক: লোকেশ রাহুল ভালোই খেলছিলেন। যশস্বী জয়সওয়াল, দেবদূত পাড়িক্কাল ও বিরাট কোহলির উইকেট গেলেও পার্থের বাড়তি বাউন্সের উইকেটে অস্ট্রেলীয় পেসারদের ভালোই সামলে নিচ্ছিলেন। কিন্তু ২৩তম ওভারে মিচেল স্টার্কের অ্যাঙ্গেলে বেরিয়ে যাওয়া বলে ব্যাট ছুঁইয়ে আউট হন রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে পার্থ টেস্টে ওপেন করতে নামা রাহুল।

অস্ট্রেলিয়ানদের কট বিহাইন্ডের আবেদনে আম্পায়ার রিচার্ড কেটেলবরো প্রথমে সাড়া না দিলে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স রিভিউ নেন। রিভিউয়ে টিভি আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ রাহুলকে আউট দেন। ৭৪ বল খেলে ২৬ রান করা রাহুলকে আউট দেওয়ার ক্ষেত্রে ইলিংওয়ার্থ মাত্র দুটি ফ্রেম ও স্নিকোমিটারের স্পাইক দেখেছেন। জায়ান্ট স্ক্রিনে যা দেখে রাহুলকে বেশ অবাকই হতে দেখা গেছে। তাঁর দাবি, স্নিকোমিটারের স্পাইকটি ছিল ব্যাট-প্যাড সংঘর্ষের। স্টার্কের বলে ডিফেন্সিভ শট খেলার সময় ব্যাটের সঙ্গে বলের কোনো সংযোগ হয়নি বলে মনে করেন রাহুল।

স্বাভাবিকভাবেই রাহুলকে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। এদিকে আম্পায়ারিং ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার না দেখে হতাশ হয়েছেন ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ও বিশ্লেষকেরা। স্টার স্পোর্টসে সঞ্জয় মাঞ্জরেকার যেমন বলছিলেন, 'প্রথমত টিভি আম্পায়ার যা দেখিয়েছেন, তাতে আমি খুবই হতাশ। তাঁর আরও কিছু প্রমাণ দেখানো উচিত ছিল। মাত্র দুটি অ্যাঙ্গেল দেখেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আরও গভীর পর্যবেক্ষণ দরকার ছিল। খালি চোখে দেখে মনে হয়েছে বল প্যাডে লেগেছে। অন্য সবকিছুর জন্য আপনার প্রযুক্তির ব্যবহার দরকার, এ ক্ষেত্রে যেমন স্নিকো।'

পরে মাঞ্জরেকার যোগ করেন, 'যদি বল ব্যাটে লেগে থাকে, তাহলে স্নিকোমিটারে আগেই স্পাইক দেখানোর কথা। চোখে দেখতে পাচ্ছি, বল লেগেছে প্যাডে। যদি স্নিকোমিটারে স্পাইক দেখায়, তাহলে সেটি ব্যাট প্যাডে লাগার শব্দ থেকে এসেছে। যদি দুটি স্পাইক দেখায়, তাহলে আপনি বলতে পারেন, বল প্রথমে ব্যাটে লেগেছে, পরে ব্যাট লেগেছে প্যাডে। এ ক্ষেত্রে টিভি আম্পায়ারের প্রযুক্তির ব্যবহার ছিল খুবই নিচু মানের। তাঁর বলা উচিত, তিনি সিদ্ধান্তটা ঠিক নেননি।'

ভারতের সাবেক এই ব্যাটসম্যান পুরো বিষয়টিকে একরকম প্রতারণাই বলছেন। তাঁর মুখেই শুনুন, 'আমি অন-ফিল্ড আম্পায়ারকে দোষ দিচ্ছি না। রাহুলের জন্য আপনার খারাপ লাগার কথা। কারণ, সে এই ইনিংসে অনেক পরিশ্রম করেছে। মুহূর্তটা ম্যাচের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে রাহুলের জন্যও বিশেষ করে তাঁর কেরিয়ার ও ভারতের কথা যদি চিন্তা করেন, তাহলে এটি বিরাট ব্যাপার ছিল। বিষয়টি একরকম প্রতারণা।' অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটার ও প্রধান কোচ ড্যারেন লেম্যান কড়া সমালোচনা করেছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে সব ধরনের প্রযুক্তি না থাকা নিয়ে এবিসি স্পোর্টসে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ক্রিকেট বিশ্বের দুই ধনী বোর্ডের এত টাকা থাকার পরও হটস্পট প্রযুক্তি না থাকা নিয়ে তাঁর কথা ছিল এমন, 'সিএ-র (ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া) উচিত ছিল হটস্পট প্রযুক্তির জন্য পয়সা খরচ করা। তাহলে তো এই সমস্যা হতো না। আপনার হট স্পট থাকতে হবে, খরচ নিয়ে চিন্তা করলে হবে না। সম্প্রচারক, টিভি ও রেডিও—ওরা যথেষ্ট টাকা খরচ করে সম্প্রচার-স্বত্ব কিনে নিয়েছে। আপনার কাছে সেই টাকা আছে। আপনি বড় দর্শক পাচ্ছেন, বড় দুটি দেশ খেলছে, টাকা দিচ্ছে, তাহলে সমাধান করুন এবং সঠিক সিদ্ধান্তটা নিন।' আম্পায়ারের এমন ভুল দুই দলের সিরিজের আরও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঘটলে কী হতে পারে, সেটার একটা ধারণাও দিয়েছেন লেম্যান। তাঁর যুক্তি, 'মনে করেন এই ম্যাচটা সিরিজের পঞ্চম টেস্ট, সিডনিতে খেলা হচ্ছে। দুই দলই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের জন্য খেলছে। তখন এমন একটা ঘটনা ঘটল আর আপনার কাছে হট স্পট নেই।' বিষয়টি নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছেন তিনি, 'যদি খরচের ব্যাপার থাকে, তাহলে তাদের বলা উচিত যে খরচের কারণে হট স্পট রাখা হয়নি। এটা হতেই পারে। কারণ, টাকা হয়তো তৃণমূল ক্রিকেটে যাচ্ছে, মেয়েদের ক্রিকেটের উন্নতিতে যাচ্ছে। তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু তাঁরা যদি টাকা বাঁচানোর জন্যই এ কাজটা করে থাকে, তাহলে বিষয়টি ঠিক নয়।'

সিটিতে ২ বছরের চুক্তি নবায়ন করে গার্দিওলা বললেন, 'এটা চলে যাওয়ার সঠিক সময় নয়'

আপনজন ডেস্ক: পেপ গার্দিওলা কি ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করবেন? অনেকেই তখন চুক্তি অনুযায়ী মৌসুম শেষে গার্দিওলার বিদায়ও দেখে ফেলেছিল। পাশাপাশি ইংল্যান্ড-ব্রাজিলসহ বিভিন্ন জাতীয় দলকে ঘিরেও শোনা যাচ্ছিল নানা গুঞ্জন। এরপরও ম্যানচেস্টার সিটি কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস ছিল, গার্দিওলা শেষ পর্যন্ত চুক্তি নবায়ন করবেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পর সিটির ধারণা ছিল, দলকে এমন হতশ্রী অবস্থায় রেখে গার্দিওলা ক্লাব ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত হলোও তা-ই। নতুন করে সিটির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছেন গার্দিওলা। শুরুতে এক বছরের চুক্তির কথা শোনা গেলেও নতুন খবর হলো, এই স্প্যানিশ কোচ সিটির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেছে দুই বছরের জন্য। বৃহস্পতিবার রাতে এক বিবৃতিতে গার্দিওলার চুক্তি নবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সিটি কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ গার্দিওলা আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত সিটিতেই থাকছেন। পাশাপাশি গার্দিওলার চুক্তি মেয়াদ বাড়ানোর অর্থ হলো ২০২৬ সালে সিটির দায়িত্ব নেওয়ার ১০ বছর পূর্তিও উদ্‌যাপন করবেন তিনি। সিটির সঙ্গে চুক্তি নবায়নের প্রতিক্রিয়ায় গার্দিওলা বলেছেন, 'মৌসুমের শুরু থেকে আমি অনেক ভেবেছি। সত্যি কথা বলতে, আমি ভেবেছিলাম এটাই হয়তো শেষ মৌসুম। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, গত মাসে আমার মনে হলো এটা চলে যাওয়ার সঠিক সময় নয়। আমি ক্লাবকে হতাশ করতে চাইনি।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**